তৃতীয় অধ্যায়

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হলো বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। বাংলাদেশের সংবিধানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আইনী বিধান রয়েছে। সংবিধানের ধারা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের রমনায় সুপ্রীম কোর্ট অবস্থিত।

শিৰার্থীর যা জানবে–

- আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা
- আইনের উৎস
- আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক
- আইনের শাসনের গুরৰত্ব
- আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং আইন

অধ্যায়ের গুরৰত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

আইন : আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম–কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। আইনের দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কোনো কর্তৃপৰ কর্তৃক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত আইনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ১. সরকারি আইন, ২. বেসরকারি আইন ও ৩. আন্তর্জাতিক আইন।

নাগরিক জীবনে আইনের শাসন : আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে– কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীনে। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার ওপরে আইন–এর অর্থ আইনের প্রাধান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান–এর অর্থ, জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করাকে বোঝায়। এর ফলে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ৰমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

স্বাধীনতা : সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ, সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অন্যের কাজে হস্তৰেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ–সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ৰতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ৰেত্রে বাধা অপসারণ করে। স্বাধীনতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– ১. ব্যক্তি স্বাধীনতা ২. সামাজিক স্বাধীনতা ৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ৫. জাতীয় স্বাধীনতা।

সাম্য : সাম্যের অর্থ সমান। অতএব, শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সবাই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি–ধর্ম–বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ–সুবিধা লাভ করে এবং সে সুযোগ–সুবিধা ব্যবহার করে সকলে নিজ নিজ দৰতার বিকাশ ঘটাতে পারে, যেখানে কারও জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ–সুবিধা নেই। মূলত, সাম্য বলতে বোঝায়, প্রথমত : কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ–সুবিধার অবসান, দ্বিতীয়ত : সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করা, তৃতীয়ত : যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ–সুবিধা ভোগ করা।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. আইন সাধারণত কত প্রকার?
ক ২ ● ৩ গ ৫ ঘ ৬

২. আইনের মূলকথা কোনটি?
● আইনের চোখে সবাই সমান খ বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
গ ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ঘ রীতিনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত

৩. সরকারি আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য–
i. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা করা
ii. ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষা করা
iii. বিচার বিভাগের কাজ পরিচালনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সম্প্রতি বাংলাদেশ 'ক' নামক একটি আদালতের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানের ভিত্তিতে মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করে।

৪. বাংলাদেশ কোন আইনের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার মীমাংসা করে?
ক সরকারি খ বেসরকারি
গ সাংবিধানিক ● আন্তর্জাতিক

৫. উক্ত আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে–
● এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ভালো আচরণ করে
খ রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বজায় থাকবে
গ বিভিন্ন রাষ্ট্র সঠিকভাবে প্রশাসন পরিচালনা করবে
ঘ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করবে

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ আইনসভা ও আইনের উৎস

জনাব শ্যামল মিত্র একজন সংসদ সদস্য। তিনি তার এলাকার ইভটিজিং সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপন করলে বিলটি কণ্ঠভোটে পাশ হয়। জনাব অর্ক বড়ুয়া ঐ দেশের উচ্চ আদালতের প্রধান। তিনি একটি মামলায় অপরাধীর সাজা নির্ধারণের সময় প্রচলিত আইনের সাথে মিল না পেয়ে তার প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে সাজা নির্ধারণ করেন।

ক. 'কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড' গ্রন্থটি কার?
খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. জনাব শ্যামল মিত্র যেখানে বিল উত্থাপন করেন তা আইনের কোন ধরনের উৎস? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব অর্ক বড়ুয়ার বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদান পদ্ধতিটি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস– বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড' গ্রন্থটি ব্লাকস্টোনের।

খ একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ জনাব শ্যামল মিত্র যেখানে বিল উত্থাপন করেন তা আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস সংসদ বা আইনসভা। দেশ ও জাতির কল্যাণে আইনসভায় নানা ধরনের বিল উত্থাপন করা হয়। এ বিলগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তা আইনে পরিণত হয়। জনমতের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন দেশের আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং পুরাতন আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে যেমনটি দেখা যায় উদ্দীপকেও। উদ্দীপকে শ্যামল মিত্র তার এলাকার ইভটিজিং সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপন করেন, যা কণ্ঠভোটে পাস হয়। অর্থাৎ বিলটি আইনে পরিণত হয়। সুতরাং বলা যায়, জনাব শ্যামল মিত্রের সংসদে বিল উত্থাপন করার বিষয়টি আইনের গুরবত্বপূর্ণ উৎস সংসদ বা আইনসভার অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব অর্ক বড়ুয়ার 'বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদান পদ্ধতি'টি আইনের একটি গুরবত্বপূর্ণ উৎস। আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তাদের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং মামলার রায় দেন। পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব অর্ক বড়ুয়া একটি দেশের উচ্চ আদালতের প্রধান। তিনি একটি মামলায় অপরাধীর সাজা নির্ধারণে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় নিজ মেধা ও মনন খাটিয়ে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা আইনের উৎসের মধ্যে পড়ে। তাই জনাব অর্ক বড়ুয়া প্রচলিত আইনের সাথে মিল না পেয়ে তার প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে সাজা নির্ধারণ করেন। এর ফলে পরবর্তীতে অন্য বিচারকদের নিকটও পূর্ববর্তী বিচারিক সিদ্ধান্তটি আইনে পরিণত হয়। পরিশেষে বলা যায়, জনাব অর্ক বড়ুয়ার বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদান পদ্ধতিটি আইনের একটি গুরবত্বপূর্ণ উৎস।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিবার্থীদের পরীবা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **সাধারণত আইনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?** [স. বো. '১৬]
ক দুই ● তিন গ চার ঘ পাঁচ

২. **'কমেনটরিজ অন দ্য লজ অব ইংল্যান্ড' গ্রন্থের রচয়িতা কে?** [স. বো '১৫]
ক অধ্যাপক ডাইসি ● বরাকস্টোন
গ পেরটো ঘ অ্যারিস্টটল

৩. **আইন মানুষের কোন ধরনের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে?** [স. বো. '১৫]
ক অভ্যন্তরীণ ● বাহ্যিক গ সামাজিক ঘ ব্যক্তিগত

৪. **জীবন রবা করা কোন ধরনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?** [স. বো. '১৫]
● সামাজিক খ ব্যক্তি গ রাজনৈতিক ঘ জাতীয়

৫. **"যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না"–উক্তিটি কার?** [স. বো. '১৫]
ক লাস্কি খ হবস ● জন লক ঘ রবশো

৬. **আইন ছাড়া সমাজে কোনটি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব?** [হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
● সাম্য খ স্বাধীনতা গ অধিকার ঘ শান্তি

৭. **আইন কোনটির রক্ষক হিসেবে কাজ করে?** [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ; কুমিলরা সেনানিবাস]
ক সরকারের খ রাষ্ট্রের
● ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘ জনগণের

৮. **কোনটি সর্বজনীন?** [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ; কুমিলরা সেনানিবাস]
ক প্রথা ● আইন গ রীতিনীতি ঘ সাম্য

৯. **ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে কোন আইন বলে?** [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ; সাতবীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● সরকারি খ বেসরকারি গ সাংবিধানিক ঘ আন্তর্জাতিক

১০. **চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইনকে কোন আইন বলা হয়?** [সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী]
ক আন্তর্জাতিক ● বেসরকারি গ সরকারি ঘ ফৌজদারি

১১. **কোন আইন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে?** [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক প্রশাসনিক খ ফৌজদারি ● বেসরকারি ঘ সাংবিধানিক

১২. **আইনের উৎস কয়টি?** [সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী মেহেরপুর; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিলরা সেনানিবাস]
ক ৪ ● ৬ গ ৮ ঘ ১০

১৩. **নিচের কোনটি আইনের অন্যতম উৎস?** [শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সমাজ ● ধর্ম গ রাষ্ট্র ঘ পরিবার

১৪. **নিচের কোনটি আইনের একটি গুরবত্বপূর্ণ উৎস?** [আল আমিন একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) চাঁদপুর]
ক সমাজ ব্যবস্থা খ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
● বিচারকের রায় ঘ রাষ্ট্র ব্যবস্থা

১৫. **আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস কোনটি?** [বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা ঢাকা; সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী; নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
ক বিচারকের রায় খ ধর্ম
গ ন্যায়বোধ ● আইনসভা

১৬. **কোনটি গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে?** [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ; সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী]
● সাম্য ও স্বাধীনতা খ সাম্য ও আইন
গ নাগরিক অধিকার ঘ আইন

১৭. **কোনটির অভাবে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে তোলে?** [দি বাডস্ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
● আইনের শাসন খ ধর্মীয় অনুভূতি
গ সামাজিক সাম্য ঘ নাগরিক অধিকার

১৮. **নিচের কোনটি একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড?** [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● আইনের শাসন খ নাগরিকের অধিকার প্রদান
গ সামাজিক সাম্য ঘ স্থিতিশীল রাষ্ট্র

১৯. **স্বাধীনতার রূপ কয়টি?** [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
ক ২ খ ৩ গ ৪ ● ৫

২০. **বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ কোন ধরনের স্বাধীনতা?** [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক জাতীয় ● রাজনৈতিক গ সামাজিক ঘ অর্থনৈতিক

২১. **"আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলে স্বাধীনতা রক্ষা পায়"–উক্তিটি কার?** [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
● উইলোবির খ টমাস হবসের

ⓖ জন লকের ⓘ রুশোর

২২. সাম্য অর্থ কী? [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]
● সমান ⓚ একতা ⓖ ঐতিহ্য ⓘ সমতল

২৩. সাম্য কয় প্রকার? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ চার ● ছয় ⓖ আট ⓘ দশ

২৪. মতামত প্রকাশ কোন ধরনের সাম্য? [বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
● রাজনৈতিক ⓚ আইনগত ⓖ সামাজিক ⓘ অর্থনৈতিক

২৫. কোনটি ব্যতীত স্বাধীনতা কল্পনা করা যায় না? [সাতবীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
ⓚ গণতন্ত্র ● সাম্য ⓖ জনগণ ⓘ আইন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. আইন বলতে বোঝায়– [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. সমাজ স্বীকৃত নিয়মকানুনকে
ii. রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে
iii. ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদিত নিয়মকানুনকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৭. আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার এবং জনগণ– [সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর]
i. ক্ষমতার অপব্যবহার করবে ii. আইনের বিধান মেনে চলবে
iii. ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮. আইনের শাসনের অভাবে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে– [হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর; রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট]
i. অবিশ্বাস ii. আন্দোলন ও বিপ্লব
iii. নতুন আইন প্রণয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৯. সরকারি আইন হলো–[সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ; শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
i. সাংবিধানিক আইন ii. প্রশাসনিক আইন
iii. ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০. আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে, থাকে না– [এসবি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
i. স্বাধীনতা ও সাম্য ii. গণতন্ত্র ও সরকার
iii. সামাজিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩১. সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত হলো– [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
i. জীবনরক্ষা ii. পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা
iii. সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায়–[আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর; বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ ii. যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ
iii. উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৩. সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধারণা হলো– [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. এরা পরস্পর পরিপূরক ii. এরা পরস্পর বিরোধী
iii. এরা পরস্পর সম্পূরক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব তারেক ও আমজাদ সাহেব সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রচলিত বিধিবিধান রয়েছে। তারেক সাহেব বললেন, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখতে বিভিন্ন আইনের সৃষ্টি হয়েছে। [বাজিতপুর রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]

৩৪. কোন আইনের মাধ্যমে তারেক ও আমজাদ সাহেবের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকে?
ⓚ সরকারি ● বেসরকারি ⓖ মুসলিম ⓘ আন্তর্জাতিক

৩৫. তারেক সাহেবের বক্তব্যে যে আইনের প্রতিফলন ঘটেছে–
i. বেসরকারি ii. আন্তর্জাতিক
iii. সরকারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি–দাওয়া আদায়ের জন্য পল্টন ময়দানে সমাবেশ করে। উক্ত সমাবেশে এক শ্রমিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শ্রম দেই আমরা আর তার ফায়দা লুটেন মালিকরা। [সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর]

৩৬. অনুচ্ছেদে কোন স্বাধীনতার কথা প্রতিফলিত হয়েছে?
ⓚ সামাজিক ⓚ ব্যক্তি ● অর্থনৈতিক ⓘ জাতীয়

৩৭. উক্ত স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে–
i. নাগরিকরা আর্থিক সুবিধা পাবে
ii. অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায়
iii. নাগরিকরা শোষণমুক্ত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আবদুর রহমান বেশ ধার্মিক মানুষ। সে ধর্মকার্যের ব্যাপারে খুব যত্নবান। ধর্মীয় চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্মজীবনে চাকরি না করে ব্যবসা করবে। [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৩৮. রহমানের চাকরি না করে ব্যবসা করার সিদ্ধান্তটি কোন স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ ব্যক্তি ● সামাজিক ⓖ রাজনৈতিক ⓘ জাতীয়

৩৯. উদ্দীপক অনুযায়ী রহমান উপভোগ করছে–
i. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ii. ব্যক্তি স্বাধীনতা
iii. সামাজিক স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দিদার ও অপু দুই বন্ধু একদিন প্রতিবেশীর গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে ধরা পড়ে। বাড়িওয়ালা দুজনকে থানায় সোপর্দ করেন। দিদারের বাবা প্রভাবশালী হওয়ায় তিনি তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন। অপুর বাবা দরিদ্র হওয়ায় মিনতি করেও অপুকে ছাড়িয়ে আনতে পারেননি। [হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]

৪০. দিদারের ক্ষেত্রে আইনের কোন দিকটির প্রয়োগ হয়নি?
ⓚ আইনের একাগ্রতা ● আইনের দৃষ্টিতে সাম্যতা
ⓖ আইনের পরপাতিত্ব ⓘ আইনের ধারাবাহিকতা

৪১. উক্ত দিকটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে আইনের দৃষ্টিতে–
i. ধনী গরিব সকলেই সমান হবে
ii. সকলের জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে
iii. কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২. কোন সংস্থা আইন প্রণয়ন করে? (অনুধাবন)
ক সমাজ খ জাতিসংঘ গ পরিবার ● রাষ্ট্র

৪৩. রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে কেন? (জ্ঞান)
ক শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ● নাগরিকদের সুখশান্তির জন্য
গ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ঘ বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য

৪৪. আইনের চোখে সকল মানুষ কোন ধরনের? (অনুধাবন)
ক নীতিবান ● সমান গ ভিন্ন ঘ ক্ষমতাহীন

৪৫. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের কোনটি জানা আবশ্যক বলে তোমার মনে হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক শাসন বিভাগের ক্ষমতা
● নাগরিক জীবনে আইনের শাসনের গুরুত্ব
গ সামাজিক আচার–আচরণ
ঘ জাতীয় সংসদের কার্যাবলি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৬. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে ধরনের বিষয় জানা আবশ্যক– (অনুধাবন)
i. সাম্যের ধারণা ii. আইন
iii. স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ **আইন : আইনের প্রকারভেদ, আইনের উৎস ও নাগরিক জীবনে আইনের শাসন** ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২০, ২১ ও ২২

At a Glance

- সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম কানুনকে বলা হয়– আইন।
- ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হলো– আইন।
- কতগুলো প্রথা, রীতিনীতি এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি হলো– আইন।
- আইনকে ভাগ করা যায় তিনভাগে যথা– সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক।
- আইনের অন্যতম উৎস– ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ।
- আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস– আইনসভা।
- আইনের শাসন হচ্ছে– সবাই আইনের অধীন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. সমাজের যেসব নিয়ম রাষ্ট্র অনুমোদন করে সেগুলো কীসে পরিণত হয়? (জ্ঞান)
● আইনে খ ধর্মীয় বিধানে
গ প্রথাতে ঘ সামাজিক রীতিতে

৪৮. মানুষের মঙ্গলের জন্য কী প্রণয়ন করা হয়? (জ্ঞান)
ক স্বাধীনতা খ সংবিধান ● আইন ঘ সাম্য

৪৯. আইনের পেছনে কার কর্তৃত্ব থাকে? (জ্ঞান)
● রাষ্ট্রের খ প্রশাসনের গ নাগরিকের ঘ সমাজের

৫০. আইন ভঙ্গ করলে কীসের বিধান আছে? (জ্ঞান)
ক তিরস্কার খ পুরস্কার ● শাস্তির ঘ শান্তির

৫১. রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ আইনের ক্ষেত্রে কীরূপ ভূমিকা পালন করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করে
খ মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে
গ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে
ঘ বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করে

৫২. আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৩ ● ৫ গ ৮ ঘ ১০

৫৩. কোনটি কতকগুলো প্রথা, রীতিনীতি এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি? (অনুধাবন)
ক স্বাধীনতা খ সাম্য গ অধিকার ● আইন

৫৪. সাজু সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম পালন করেন না। তিনি কোনটি করেছেন? (প্রয়োগ)
● আইন লঙ্ঘন খ ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন
গ স্বাধীনতা লঙ্ঘন ঘ প্রথা লঙ্ঘন

৫৫. ইউসুফ সব সময় অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। ইউসুফ কোনটিকে ভয় পায়? (প্রয়োগ)
● শাস্তিকে খ আইনকে গ দুর্নীতিকে ঘ অপরাধকে

৫৬. শাস্তির ভয়ে মানুষ কোনটি থেকে বিরত থাকে? (জ্ঞান)
ক সাম্য খ স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড
● অপরাধ ঘ অধিকার

৫৭. আইন প্রণয়ন করে কে? (জ্ঞান)
ক মন্ত্রণালয় খ সচিবালয় গ প্রধানমন্ত্রী ● রাষ্ট্র

৫৮. কোনটি স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে? (জ্ঞান)
ক স্বাধীনতা ● আইন গ সাম্য ঘ সংবিধান

৫৯. অসিত পাল ধনী এবং বাদল গরিব। অপরাধ করার ফলে তাদের একই মেয়াদে শাস্তি হয়। আইনের কোন বৈশিষ্ট্যটি এখানে ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক বৈষম্য খ বৈসাদৃশ্য ● সর্বজনীনতা ঘ বাহ্যিক আচরণ

৬০. "সমাজের সকল ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান"–এখানে আইনের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে? (জ্ঞান)
ক বিধিবদ্ধ নিয়ম ● সর্বজনীন
গ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক ঘ রাষ্ট্রীয় অনুমোদন

৬১.

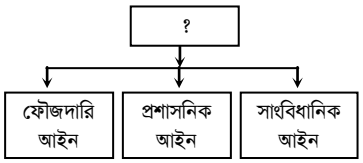

'?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে? (প্রয়োগ)
ক বেসরকারি আইন খ আন্তর্জাতিক আইন
গ ধর্মীয় আইন ● সরকারি আইন

৬২. সরকারি আইন কত প্রকার? (জ্ঞান)
● ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৭

৬৩. বিচারবিভাগ পরিচালিত হয় কোন আইনে? (জ্ঞান)
ক সাংবিধানিক ● ফৌজদারি ও দণ্ডবিধি
গ বেসরকারি ঘ আন্তর্জাতিক

৬৪. কোন আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ক প্রশাসনিক খ বেসরকারি
গ সাংবিধানিক ● ফৌজদারি ও দণ্ডবিধি

৬৫. রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়? (জ্ঞান)
ক সাংবিধানিক খ বেসরকারি গ ফৌজদারি ● প্রশাসনিক

৬৬. কোন আইনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে? (অনুধাবন)
ক সরকারি খ সাংবিধানিক গ ফৌজদারি ● প্রশাসনিক

৬৭. জনাব 'ক' একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন আইন প্রয়োগ করেন? (প্রয়োগ)
ক ফৌজদারি খ আন্তর্জাতিক ● সাংবিধানিক ঘ বেসরকারি

৬৮. রাষ্ট্রের সংবিধানে কোন আইন উল্লেখ থাকে? (জ্ঞান)
ক প্রশাসনিক খ ফৌজদারি ● সাংবিধানিক ঘ বেসরকারি

৬৯. কোন আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
● সাংবিধানিক খ বেসরকারি
গ ফৌজদারি ও দণ্ডবিধি ঘ প্রশাসনিক

৭০. বেসরকারি আইনে কোনটি পরিলক্ষিত হয়? (জ্ঞান)
● ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক খ গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর সম্পর্ক
গ রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘ সমাজের সাথে সমাজের সম্পর্ক

৭১. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● বেসরকারি আইন খ ব্যক্তিগত আইন
গ পারিবারিক আইন ঘ মানবিক আইন

৭২. জাওয়াদ ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে একটি অফিসঘর ভাড়া করেন। ঘরের মালিকের সাথে সে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। জাওয়াদের এ চুক্তি কোন আইনের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক সরকারি ● বেসরকারি গ আন্তর্জাতিক ঘ জাতীয়

৭৩. আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক খ গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর সম্পর্ক
গ সমাজের সাথে সমাজের সম্পর্ক ● রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক

৭৪. কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা হয়? (অনুধাবন)
ক সরকারি আইনের মাধ্যমে খ প্রশাসনিক আইনের মাধ্যমে
গ বেসরকারি আইনের মাধ্যমে ● আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে

৭৫. সেলিম বাংলাদেশের নাগরিক। বর্তমানে সে মালয়েশিয়া বাস করে। তার প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার কেমন হবে তা কোন আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে? (প্রয়োগ)
● আন্তর্জাতিক খ সাংবিধানিক গ বেসরকারি ঘ প্রশাসনিক

৭৬. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয় কোন আইনের মাধ্যমে? (প্রয়োগ)
ক সরকারি খ বেসরকারি ● আন্তর্জাতিক ঘ প্রশাসনিক

৭৭. দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● প্রথা খ সাম্য গ নাগরিক আইন ঘ সংস্কৃতি

৭৮. সৈকতের গ্রামের মাতব্বররা প্রচলিত আচার–আচরণের ভিত্তিতে বিচার করে থাকে। এটি আইনের কোন উৎসকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)
● চিরাচরিত প্রথা খ বিচারকের রায়
গ আইন পরিষদ ঘ ন্যায়বোধ

৭৯. প্রথা আইনে পরিণত হয় কখন? (জ্ঞান)
● রাষ্ট্র সৃষ্টির পর খ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে
গ আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে ঘ সুলতানি আমলের সময় থেকে

৮০. রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে কীসের মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো? (জ্ঞান)
ক ধর্মের খ আইনি গ্রন্থের ● প্রথার ঘ পরিবারের

৮১. যুক্তরাজ্যের অনেক আইন কীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে? (জ্ঞান)
● প্রথা খ ধর্ম গ বিচারিক রায় ঘ ন্যায়বোধ

৮২. কোনটি সমাজজীবনকে সুন্দর ও শৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে? (অনুধাবন)
● ধর্মীয় অনুশাসন খ ন্যায়বোধ
গ বিচারকের রায় ঘ সামাজিক রীতিনীতি

৮৩. কোন ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতি আইন হিসেবে গণ্য হয়েছে? (জ্ঞান)
ক খ্রিষ্টান খ জৈন গ বৌদ্ধ ● ইসলাম

৮৪. আমাদের দেশের পারিবারিক সম্পত্তি আইনে কোনটির প্রভাব বিদ্যমান? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক প্রথার ● ধর্মের
গ বিচারকের রায়ের ঘ আইনবিদদের গ্রন্থের

৮৫. অনেকে ইংরেজি গল্প, উপন্যাস পড়তে গিয়ে অনেক সময় শব্দার্থ বুঝতে অভিধানের সাহায্য নেয়, ঠিক তেমনি বিচারকগণ বিচারকার্য সম্পাদনে কীসের সাহায্য নেন? (প্রয়োগ)
ক সরকারের খ আইনসভার
● আইনবিশারদের গ্রন্থের ঘ ধর্মীয় গ্রন্থের

৮৬. শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে অভিধান সাহায্য করে। এ দিকটি আইনের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ক প্রথা খ ধর্ম
● আইনবিদদের গ্রন্থ ঘ বিচারকের রায়

৮৭. 'ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন' কার লেখা? (জ্ঞান)
● ডাইসি খ লর্ড ব্রাইস গ জন লক ঘ ম্যাকিয়াভেলি

৮৮. আদালতে উত্থাপিত মামলা সমাধান করার জন্য কোনো আইন বিদ্যমান না থাকলে বিচারকগণ তা কীভাবে সমাধান করেন? (অনুধাবন)
ক সামাজিক রীতির মাধ্যমে খ ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে
● ন্যায়বোধের মাধ্যমে ঘ অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে

৮৯. প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ কীসের ওপর ভিত্তি করে আইনের ব্যাখ্যা দেন? (অনুধাবন)
ক আইনবিদের গ্রন্থের খ ধর্মের
গ সংবিধানের ● প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির

৯০. সাহাবুদ্দিন সাহেব একজন বিচারক। তিনি একটি মামলার জন্য প্রযোজ্য আইন না পাওয়ায় নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে রায় প্রদান করেন। এ ধরনের রায় প্রদান আইনের কোন ধরনের উৎস? (প্রয়োগ)
● ন্যায়বোধ খ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
গ ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ঘ আইন পরিষদ

৯১. নিচের কোনটি আইনের উৎস? (জ্ঞান)
● আইনসভা খ শাসন বিভাগ গ আদালত ঘ সরকার

৯২. কোনটির সাথে সংগতি রেখে আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে? (জ্ঞান)
ক প্রথার ● জনমতের
গ সরকারের ঘ ধর্মীয় অনুশাসনের

৯৩. পুরাতন আইনে সংশোধনের প্রয়োজন হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
● যুগের চাহিদা পূরণে খ নতুন আইনের প্রয়োজনে
গ জনগণের আকাঙ্ক্ষার কারণে ঘ সরকারের আমূল পরিবর্তনে

৯৪. 'কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সকলে আইনের অধীন'–এটি নিচের কোনটির অর্থ? (জ্ঞান)
ক সাম্য খ স্বাধীনতা
● আইনের শাসন ঘ ন্যায়বিচার

৯৫. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে কী বলে? (জ্ঞান)
● আইনের শাসন খ স্বাধীনতা
গ ন্যায়বিচার ঘ সাম্য

৯৬. 'সবার উপরে আইন'–এর অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক আইনের গতিশীলতা খ আইনের শাসন
● আইনের প্রাধান্য ঘ আইনের চোখে সবাই সমান

৯৭. কোনটির প্রাধান্য থাকলে জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে? (জ্ঞান)
ক ধর্মের খ ন্যায়বোধের
গ বিচারকের রায়ের ● আইনের শাসনের

৯৮. সমাজে অনাচার, অরাজকতার সৃষ্টি হয় কোনটির অনুপস্থিতিতে? (জ্ঞান)
ক ধর্মের ● আইনের গ ন্যায়বোধের ঘ বিবেকের

৯৯. সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনটি অত্যাবশ্যক? (জ্ঞান)
ক নির্বাচন খ সরকার
গ ন্যায়পাল ● আইনের শাসন

১০০. আইনের শাসনের দ্বারা কাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
● শাসক ও শাসিতের খ সবল ও দুর্বলের
গ ধনী ও গরিবের ঘ রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদের

১০১. শ্যামপুর গ্রামের মানুষের সমাজজীবনে অরাজকতা দেখা দিয়েছে। সেখানে কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)
ক স্বাধীনতা খ নাগরিক অধিকার
● আইনের শাসন ঘ বিচারালয়

১০২. কোনটির জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ধনী–গরিবের ভেদাভেদের জন্য খ অশান্তি ও হানাহানির জন্য
গ স্বাধীনতা হরণের জন্য ● স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য

১০৩. 'ক' রাষ্ট্র 'খ' রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। এজন্য কোন আইন প্রয়োগ করা প্রয়োজন? (প্রয়োগ)
ক সরকারি ● আন্তর্জাতিক গ ফৌজদারি ঘ বেসরকারি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৪. আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. এটি মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
ii. এটি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত
iii. এটি সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৫. বিচারকগণ বিচার কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় আইন না পেলে বিচার কাজ সম্পাদন করেন– (অনুধাবন)
i. নিজস্ব ন্যায়বোধ দ্বারা ii. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দ্বারা
iii. নিজেদের বিবেক দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৬. আইনের উৎসের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. প্রথা ii. রীতিনীতি
iii. সুযোগ–সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. আইন প্রণয়ন করা হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ii. ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণে
iii. মানুষের মঙ্গলের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৮. আইনের বিভিন্ন উৎস– (অনুধাবন)
i. বিচারকের রায় ii. প্রথা
iii. ধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৯. ধর্মীয় অনুশাসন আইনে পরিণত হয়েছে– (অনুধাবন)
i. হিন্দু ধর্মীয় অনুশাসন
ii. মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসন
iii. খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সর্বজনীনতা ii. বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি
iii. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১১. সমাজের শক্ত ভিত দুর্বল হয়ে যায়– (প্রয়োগ)
i. অশান্তির ফলে ii. বিশৃঙ্খলার কারণে
iii. হানাহানির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১২. আইনবিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ– (অনুধাবন)
i. ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন ii. ল অব দ্যা পার্লামেন্ট
iii. কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. বেসরকারি আইনের ক্ষেত্রে বলা যায়– (অনুধাবন)
i. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির চুক্তি এর উদাহরণ
ii. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে
iii. শাসন বিভাগ পরিচালিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. সরকারি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রশাসনিক আইনের সাথে শাসন বিভাগ জড়িত
ii. সাংবিধানিক আইনের সাথে গ্রাম্য আদালত জড়িত
iii. ফৌজদারি আইনের সাথে বিচার বিভাগ জড়িত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক আচরণ
ii. আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান
iii. একই রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. একটি রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ii. ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য
iii. স্বাধীনতাকে সংকুচিত করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৭. আইনের শাসনের লক্ষ্য হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা
ii. নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা
iii. গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৮. প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করা হয়– (অনুধাবন)
i. শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য
ii. বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য
iii. শাসন বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. আইনসভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নতুন আইন প্রণয়ন করে ii. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে
iii. পুরাতন আইন সংশোধন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২০. ধর্ম থেকে এসেছে– (অনুধাবন)
i. বেসরকারি আইন ii. পারিবারিক আইন
iii. সম্পত্তি আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২১ ও ১২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কামাল সাহেব ২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মাত্র ১ কোটি টাকা দিয়েই দায়মুক্ত হন। অপরদিকে কলিম মিয়া কৃষিকাজের জন্য ব্যাংক থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শেষে সুদসহ টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তার ৬ মাসের জেল হয়।

১২১. অনুচ্ছেদের কামাল ও কলিম মিয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক আইনগত সাম্য ● আইনের বৈষম্য
গ ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘ রাজনৈতিক প্রভাব

১২২. কামাল ও কলিম সাহেবের ক্ষেত্রে আইনের সমপ্রয়োগের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
ii. শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা
iii. সকলের জন্য আইনের সাম্য নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিশু তার বাবার সাথে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে স্থাপিত একটি ভবন দেখতে যায়। মিশুর বাবা বলেন এখানে দেশের নির্বাচিত ব্যক্তিরা আইন তৈরি করে তবে তারাও কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

১২৩. মিশু তার বাবার সাথে কোন ভবনে যায়? (প্রয়োগ)
ক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে
● জাতীয় সংসদ ভবনে
গ গণপূর্ত ভবনে
ঘ গণভবনে

১২৪. মিশুর বাবার উক্তিটি দ্বারা যা বোঝায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আইনের চোখে সবাই সমান
ii. সরকার ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক
iii. আইনের শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১২৫. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটিকে নির্দেশ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● সরকারি আইন খ বেসরকারি আইন

ⓖ আন্তর্জাতিক আইন ⓘ বেসামরিক আইন

১২৬. উক্ত আইনের ৰেত্রে প্রযোজ্য বিষয় হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)

i. বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়

ii. শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়

iii. নাগরিকের অধিকার সংরৰিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ স্বাধীনতা : স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ, আইন ও স্বাধীনতা

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২২ ও ২৩

At a Glance

- নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বলে– স্বাধীনতা।
- স্বাধীনতার রূ প – পাঁচ প্রকার।
- ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে– স্বাধীনতা।
- প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র ভোগ করে– জাতীয় স্বাধীনতা।
- স্বাধীনতার রৰক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে– আইন।
- 'আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রৰা পায়' বলেছেন– উইলোবি।
- হিটলারের আইন ছিল– মানবতাবিরোধী।
- 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না' বলেছেন– জন লক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৭. সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

● ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো কাজ করা

ⓛ আইন অনুযায়ী কাজ করা

ⓖ রীতি অনুযায়ী কাজ করা

ⓘ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা

১২৮. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কোনটি? (অনুধাবন)

ⓚ প্রকৃত স্বাধীনতা ● সীমাহীন স্বাধীনতা

ⓖ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ⓘ অপ্রকৃত স্বাধীনতা

১২৯. আরশান সাহেব অন্যের কাজে হস্তৰেপ না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করেন। আরশান সাহেবের বিষয়টিকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

ⓚ সাম্য ⓛ কর্তব্য ⓖ অধিকার ● স্বাধীনতা

১৩০. স্বাধীনতা ব্যক্তির কী বিকাশে সহায়তা করে? (জ্ঞান)

● ব্যক্তিত্ব ⓛ যোগ্যতা ⓖ দক্ষতা ⓘ মেধা

১৩১. অধিকার ভোগের ৰেত্রে বাধা অপসারণ করে কোনটি? (অনুধাবন)

ⓚ আইন ⓛ সাম্য ● স্বাধীনতা ⓘ আকাঙ্ক্ষা

১৩২. ধর্মচর্চা কোন ধরনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)

● ব্যক্তিগত ⓛ সামাজিক

ⓖ রাজনৈতিক ⓘ জাতীয় স্বাধীনতা

১৩৩. পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা কোন ধরনের স্বাধীনতা? (জ্ঞান)

● ব্যক্তি ⓛ রাজনৈতিক ⓖ অর্থনৈতিক ⓘ সামাজিক

১৩৪. রাজীব কত টাকা বেতন পায় তা সে গোপন রাখে। এটা তার কোন প্রকার স্বাধীনতা? (প্রয়োগ)

● ব্যক্তি ⓛ সামাজিক ⓖ রাজনৈতিক ⓘ অর্থনৈতিক

১৩৫. কোন ধরনের স্বাধীনতা মানুষের একান্ত নিজস্ব বিষয়? (জ্ঞান)

ⓚ জাতীয় ● ব্যক্তিগত ⓖ অর্থনৈতিক ⓘ সামাজিক

১৩৬. গ্রামের জনাব 'ক' এর ভোগ–দখলের কারণে জোবায়ের তার নিজের সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে না। জোবায়েরের কোন স্বাধীনতা নষ্ট হচ্ছে? (প্রয়োগ)

ⓚ ব্যক্তি ⓛ অর্থনৈতিক ⓖ রাজনৈতিক ● সামাজিক

১৩৭. বৈধ পেশা গ্রহণ কোন ধরনের স্বাধীনতা? (অনুধাবন)

● সামাজিক ⓛ ব্যক্তি ⓖ অর্থনৈতিক ⓘ রাজনৈতিক

১৩৮. কোন স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়? (জ্ঞান)

● সামাজিক ⓛ অর্থনৈতিক ⓖ ব্যক্তিগত ⓘ জাতীয়

১৩৯. সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রয়োজন পড়ে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ গোপনীয়তা রৰার জন্য ● অধিকার রৰার জন্য

ⓖ নির্বাচিত হওয়ার জন্য ⓘ যোগ্যতানুযায়ী পেশা গ্রহণের জন্য

১৪০. মুন্নী মনে করে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তার ভোট প্রদানের অধিকার আছে। এটি কোন ধরনের স্বাধীনতা নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

ⓚ ব্যক্তি ● রাজনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓘ অর্থনৈতিক

১৪১. ভোটাধিকার নাগরিকের কোন ধরনের স্বাধীনতা? (জ্ঞান)

● রাজনৈতিক ⓛ সামাজিক ⓖ ব্যক্তি ⓘ অর্থনৈতিক

১৪২. জনাব 'X' এর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ইচ্ছা। তার এ ইচ্ছা কোন ধরনের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে? (জ্ঞান)

ⓚ জাতীয় ⓛ সামাজিক ● রাজনৈতিক ⓘ অর্থনৈতিক

১৪৩. কোন স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে? (জ্ঞান)

● রাজনৈতিক ⓛ অর্থনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓘ জাতীয়

১৪৪. কোন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? (জ্ঞান)

● গণতান্ত্রিক ⓛ স্বৈরাচারী ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ শাসনতান্ত্রিক

১৪৫. নিগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে। সে মনে করে, যোগ্যতা অনুয়ায়ী পেশা গ্রহণ করার অধিকার তার আছে।। এটি নিগারের কোন ধরনের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

ⓚ রাষ্ট্রীয় ● অর্থনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓘ রাজনৈতিক

১৪৬. বাংলাদেশ কেমন রাষ্ট্র? (জ্ঞান)

ⓚ বিশৃঙ্খল ● স্বাধীন ⓖ প্রজাতান্ত্রিক ⓘ অগণতান্ত্রিক

১৪৭. কীসের জন্য মূলত নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে? (অনুধাবন)

ⓚ সম্পত্তি ⓛ বৈধ পেশা

● আর্থিক সুবিধা ⓘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১৪৮. কোন স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না? (জ্ঞান)

ⓚ জাতীয় ⓛ সামাজিক ● অর্থনৈতিক ⓘ রাজনৈতিক

১৪৯. সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কোনটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)

ⓚ সামাজিক স্বাধীনতা ⓛ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

● অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ⓘ মৌলিক স্বাধীনতা

১৫০. কোন স্বাধীনতার ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকে? (জ্ঞান)

ⓚ ব্যক্তিগত ⓛ সামাজিক

● জাতীয় ⓘ রাজনৈতিক

১৫১. প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র কোনটি ভোগ করে? (জ্ঞান)

● জাতীয় স্বাধীনতা ⓛ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

ⓖ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ⓘ সামাজিক স্বাধীনতা

১৫২. আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে কাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে? (জ্ঞান)

ⓚ রাজনীতিবিদদের ⓛ সমাজবিজ্ঞানীদের

● রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ⓘ সিভিল সোসাইটির

১৫৩. প্রকৃতপক্ষে আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কীরূ প? (জ্ঞান)

ⓚ সমান্তরাল ● ঘনিষ্ঠ ⓖ বিরোধী ⓘ সাংঘর্ষিক

১৫৪. আইন কীসের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে? (জ্ঞান)

ⓚ সমাজের ● স্বাধীনতার ⓖ সম্প্রদায়ের ⓘ শাসিতের

১৫৫. "স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কোনটি বিবেচ্য? (অনুধাবন)

● আইন ⓛ সাম্য ⓖ চাহিদা ⓘ প্রত্যাশা

১৫৬. আইন কীভাবে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে? (অনুধাবন)

ⓚ আইনবিরোধী কাজ করে

ⓛ আইনকে অসম্মান করে

ⓖ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে

● সকল প্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে

১৫৭. কী কারণে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে? (প্রয়োগ)

ⓚ বৈধ পেশা গ্রহণের জন্য

ⓛ যোগ্যতানুযায়ী কাজ করার জন্য

● আইনের নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য

ⓘ মৌলিক অধিকার ভোগ করার জন্য

১৫৮. নাগরিকের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে কোনটি? (জ্ঞান)

ক সাম্য ● আইন গ কর্তব্য ঘ অধিকার

১৫৯. হিটলার কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? (জ্ঞান)

ক ভারতের খ ইটালির ● জার্মানির ঘ ফ্রান্সের

১৬০. হিটলারের আইন কোন ধরনের ছিল? (জ্ঞান)

ক শিথিল প্রকৃতির খ খুব ভালো
● মানবতাবিরোধী ঘ জটিল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬১. রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে যে ধরনের স্বাধীনতাকে বোঝায়– (অনুধাবন)

i. আইন শ্রেণিভেদে প্রযোজ্য
ii. ভোটদানের স্বাধীনতা
iii. নির্বাচিত হওয়ার স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. স্বাধীনতা বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)

i. অন্যদের ৰতি করা
ii. যে কাজ করায় অন্যের ৰতি হয় না
iii. নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমায় কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরনগুলো হলো– (অনুধাবন)

i. ব্যক্তিস্বাধীনতা
ii. সামাজিক স্বাধীনতা
iii. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৪. স্বাধীনতা ব্যক্তির– (অনুধাবন)

i. আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা করে
ii. ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে
iii. অধিকার ভোগের ৰেত্রে বাধা অপসারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৫. আইন কাজ করে থাকে স্বাধীনতার– (অনুধাবন)

i. অভিভাবক হিসেবে ii. একক হিসেবে
iii. রৰক হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৬. ব্যক্তিস্বাধীনতা হলো– (অনুধাবন)

i. ধর্মচর্চা করা ii. নির্বাচিত হওয়া
iii. পারিবারিক গোপনীয়তা রৰা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৭. আইন ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা যায়– (অনুধাবন)

i. স্বাধীনতা আইনের শর্ত
ii. আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে
iii. আইন স্বাধীনতার রৰক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৮. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ৰেত্রে প্রযোজ্য– (উচ্চতর দৰতা)

i. স্বাধীন রাষ্ট্র ii. রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করে
iii. অন্য রাষ্ট্রের হস্তৰেপ থেকে মুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৯ ও ১৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট দিতে গেলে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এতে সে ভোট প্রদান না করে বাড়ি ফিরে আসে। তবে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় সে পুনরায় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করে। হুমকিদাতাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

১৬৯. সুমি প্রাণনাশের হুমকিতে ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকে। এতে তার কোন স্বাধীনতা খর্ব হয়? (প্রয়োগ)

ক ব্যক্তি খ অর্থনৈতিক ● রাজনৈতিক ঘ সামাজিক

১৭০. হুমকিদাতাগণ আইনের রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়। এতে পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সমাজের – (উচ্চতর দৰতা)

i. আইনের শাসনের ii. সামাজিক শাসনের
iii. শক্ত ভিতের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে ১৭১ ও ১৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৭১. প্রদত্ত ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

ক সাম্য ● আইন গ সরকার ঘ অধিকার

১৭২. উক্ত বিষয়টি নাগরিকদের প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)

i. সুষ্ঠু জীবনের জন্য ii. স্বাধীনতার রৰার জন্য
iii. অধিকার রৰার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ সাম্য : সাম্যের বিভিন্ন রূপ, সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

At a Glance

- সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বলা হয়– সাম্য।
- সাম্যের রূ প – ছয় প্রকার।
- সমাজের সকল সদস্যদের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ–সুবিধা ভোগ করাকে বলে– সামাজিক সাম্য।
- রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ–সুবিধাকে বলে– রাজনৈতিক সাম্য।
- যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে বলে– অর্থনৈতিক সাম্য।
- জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষ সকলের আইনের দৃষ্টিতে সমান থাকাকে বলে– আইনগত সাম্য।
- গণতন্ত্রের ভিত্তিরূ পে কাজ করে– সাম্য ও স্বাধীনতা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৩. কোন অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়? (জ্ঞান)

ক প্রকৃত ● শব্দগত গ ব্যাপক ঘ সাধারণ

১৭৪. সাম্য বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ক ধনীদের মর্যাদাকে খ সরকারের মর্যাদাকে
গ গরিবদের মর্যাদাকে ● সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে

১৭৫. আইনের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)

ক সাম্প্রদায়িকতা ● বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি
গ অভ্যন্তরীণ আচরণের সাথে যুক্ত ঘ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

১৭৬. আমিন মনে করে ধনী–গরিব সকলেরই শিক্ষা অর্জনের অধিকার রয়েছে। তার মনোভাবে কোন ধরনের সাম্য প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক আইনগত ● সামাজিক গ অর্থনৈতিক ঘ ধর্মীয়

১৭৭. বন্যা পরবর্তী সাহায্য কার্যক্রমে পটুয়াখালীর পাথরঘাটা এলাকার 'ক' চৌধুরী অন্যদের চেয়ে বেশি সাহায্য পেল। এখানে কোনটি লঙ্ঘিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক স্বাভাবিক সাম্য খ ব্যক্তিগত সাম্য
● সামাজিক সাম্য ঘ রাজনৈতিক সাম্য

১৭৮. জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যদের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ–সুবিধা ভোগ করাকে কী বলে? (জ্ঞান)

● সামাজিক সাম্য ⓚ রাজনৈতিক সাম্য
ⓖ অর্থনৈতিক সাম্য ⓘ আইনগত সাম্য

১৭৯. রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ–সুবিধা থাকাকে কোন ধরনের সাম্য বলে? (অনুধাবন)
ⓚ আইনগত ⓚ সামাজিক ● রাজনৈতিক ⓘ ব্যক্তিগত

১৮০. কোনটি রাজনৈতিক সাম্য? (জ্ঞান)
● নির্বাচিত হওয়া ⓚ বৈধ পেশা গ্রহণ
ⓖ মানুষে মানুষে ব্যবধান না করা ⓘ বিনা বিচারে আটক না করা

১৮১. যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে কী বলে? (জ্ঞান)
● অর্থনৈতিক সাম্য ⓚ রাজনৈতিক সাম্য
ⓖ সামাজিক সাম্য ⓘ স্বাভাবিক সাম্য

১৮২. মুহিন একজন বেসরকারি কর্মকর্তা। সে বিশ্বাস করে কাজের ভিত্তিতে ন্যায্য মজুরি পাওয়ার স্বাধীনতা তার আছে। এটি মুহিনের কোন ধরনের স্বাধীনতা নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
● অর্থনৈতিক ⓚ ব্যক্তিগত ⓖ সামাজিক ⓘ রাজনৈতিক

১৮৩. বেকারত্ব হতে মুক্তি লাভ কোন ধরনের সাম্যের অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)
ⓚ আইনগত ⓚ সামাজিক ● অর্থনৈতিক ⓘ রাজনৈতিক

১৮৪. বৈধ পেশা গ্রহণ কোন সাম্যের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক ⓚ আইনগত ⓖ সামাজিক ● অর্থনৈতিক

১৮৫. জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আইনের দৃষ্টিতে সমান থাকাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● আইনগত সাম্য ⓚ রাজনৈতিক সাম্য
ⓖ ব্যক্তিগত সাম্য ⓘ সামাজিক সাম্য

১৮৬. জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান– এটি কোন সাম্যের অর্থ? (জ্ঞান)
ⓚ ব্যক্তিগত ⓚ সামাজিক ⓖ আইনগত ● স্বাভাবিক

১৮৭. বর্তমানে কোন সাম্যের ধারণা প্রায় অচল? (জ্ঞান)
● স্বাভাবিক ⓚ রাজনৈতিক
ⓖ অর্থনৈতিক ⓘ সামাজিক

১৮৮. মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক সাম্য ⓚ অর্থনৈতিক সাম্য
● ব্যক্তিগত সাম্য ⓘ সামাজিক সাম্য

১৮৯. হামিদ ও আসাদ দুই ভাই। তাদের বাবা–মা উভয়কে সমান অধিকার প্রদান করেন। তার পরিবারে কোন ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ অর্থনৈতিক ● ব্যক্তিগত ⓖ রাজনৈতিক ⓘ সামাজিক

১৯০. সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়টি ধারণা রয়েছে? (জ্ঞান)
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

১৯১. রাষ্ট্র যত সাম্যভিত্তিক হবে সেখানে তত কী নিশ্চিত হবে? (জ্ঞান)
ⓚ আইনের শাসন ⓚ শৃঙ্খলা
ⓖ মূল্যবোধ ● স্বাধীনতা

১৯২. কোনটি গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে? (জ্ঞান)
● সাম্য ও স্বাধীনতা ⓚ আইন ও সাম্য
ⓖ আইন ও স্বাধীনতা ⓘ সাম্য ও সুযোগ

১৯৩. কোনটি সমাজের উঁচু–নিচুর ভেদাভেদ দূর করে? (অনুধাবন)
ⓚ আইন ⓚ স্বাধীনতা ● সাম্য ⓘ ন্যায়বিচার

১৯৪. সকলের সুযোগ–সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার প্রদান করে কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ আইন ⓚ সাম্য ● স্বাধীনতা ⓘ গণতন্ত্র

১৯৫. সাম্য মানেই– (অনুধাবন)
ⓚ আইন ● স্বাধীনতা ⓖ সুযোগ ⓘ শৃঙ্খলা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৬. আইনগত সাম্য বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান
ii. বিনাবিচারে কাউকে আটক না রাখা
iii. বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৭. জনাব 'X' একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান। সেদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করতে চাইলে যেটা করা প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাম্য সৃষ্টি ii. স্বাধীনতা রক্ষা
iii. কঠোর আন্দোলন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯৮. বাস্তবে জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ সমান হতে পারে না– (অনুধাবন)
i. আইনগতভাবে ii. শারীরিকভাবে
iii. মানসিকভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯৯. সাম্য বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. কোনো শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ–সুবিধার অবসান
ii. সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করা
iii. যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ–সুবিধা ভোগ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০০. অর্থনৈতিক সাম্যের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. নির্বাচিত হওয়া ii. বৈধ পেশা গ্রহণ
iii. বেকারত্ব থেকে মুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০১. নাগরিকের রাজনৈতিক সাম্য হলো– (অনুধাবন)
i. মতামত প্রকাশ ii. নির্বাচিত হওয়া
iii. ভোট দেওয়ার অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০২. রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, চলাফেলা ও জীবনধারণের জন্য সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন অসম্ভব– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া
ii. সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া
iii. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৩. সাম্যের রূপের অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)
i. সামাজিক সাম্য ii. অর্থনৈতিক সাম্য
iii. স্বাভাবিক সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৪. সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যৌক্তিক বিষয় হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এরা পরস্পর নির্ভরশীল
ii. এরা পরস্পরের রক্ষক
iii. এরা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৫. সাম্য ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয় হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উঁচু–নিচু ভেদাভেদ দূর করে
ii. শিক্ষিতদের মর্যাদা দান করে
iii. সকলের সুযোগ–সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০৬ ও ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নারী শ্রমিক মিতা ইট ভাঙার কাজ করেন। কর্মক্ষেত্রে সমান শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও পুরুষ শ্রমিক রফিকের চেয়ে কম পারিশ্রমিক পান। এর ফলে মিতা এক ধরনের বৈষম্যের শিকার হন।

২০৬. মিতা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? (প্রয়োগ)

ক সামাজিক ● অর্থনৈতিক গ আইনগত ঘ স্বাভাবিক

২০৭. উক্ত সাম্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার সুযোগ
ii. ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগ
iii. রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ আইন ও স্বাধীনতা

জনাব আসিফ চৌধুরী একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীগণও প্রতিষ্ঠানের নিয়ম–কনুন মেনে স্ব স্ব দায়িত্ব স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করেন।

[স. বো. '১৬]

ক. আইনের উৎস কয়টি? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব আসিফ চৌধুরীর আইনের অনুশাসন মেনে চলার পেছনে কী কী ধারণা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব আসিফ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠানে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে" –তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের উৎস ৬টি।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

গ জনাব আসিফ চৌধুরীর আইনের অনুশাসন মেনে চলার পিছনে নিজের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব প্রভৃতি ধারণা কাজ করেছে। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। কোনো প্রতিষ্ঠানে আইনের শাসন থাকলে সকল স্তরের কর্মচারীরা সমান অধিকার লাভ করে। কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা সৃষ্টি হয় না। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কাজের পরিবেশ বজায় থাকে ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যায়। সকল কর্মচারী সজাগ থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করে বলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। জনাব আসিফ চৌধুরীও প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে স্বাধীনভাবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনে আইনের অনুশাসন মেনে চলেন। যাতে প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় তথা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটে।

ঘ 'জনাব আসিফ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠানে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে।' উক্তিটির সাথে আমি একমত। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইন স্বাধীনতার রক্ষক এবং অভিভাবক। জন লক যথার্থই বলেছেন, 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।' পিতামাতা যেমন অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন, ঠিক তেমনি আইন সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। উইলোবির মতে, 'আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বিধায় স্বাধীনতা রক্ষা পায়।' আইনের ফলে স্বাধীনতাকে সুন্দর, শান্তিময়, সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বস্তুত আইন যখন সবার কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়; তা হয় স্বাধীনতার রক্ষক, অভিভাবক, শর্ত ও ভিত্তি। উদ্দীপকে আমরা দেখি, জনাব আসিফ চৌধুরী তার প্রতিষ্ঠানে আইনের অনুশাসন মেনে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন এবং তার অধীনস্ত কর্মচারীগণও প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে স্ব স্ব দায়িত্ব স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ এখানে তাদের আইন মেনে চলার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সম্প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং, সুস্পষ্টরূপে বলা যায় যে, জনাব আসিফ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠানে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে।

প্রশ্ন– ২ আইনের শাসন

প্রতাপ মণ্ডল এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। সে প্রভাব খাটিয়ে গ্রামের অনিক কর্মকারের বাগানের সব আম পেড়ে নিয়ে যায়। অনিক কর্মকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে এর প্রতিকার চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিক কর্মকার নিজেই জুলুমের শিকার হয়। [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. আইনের মূলকথা কী? ১
খ. জনগণ আইন মান্য করে কেন? ২
গ. নাগরিক জীবনে কোনটি না থাকার কারণে অনিক কর্মকার জুলুমের শিকার হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আইনের শাসন না থাকার কারণে শুধুমাত্র অনিক কর্মকারের মতো ব্যক্তিরা জুলুমের শিকার হয়? মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের মূলকথা হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান।

খ আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম–কানুনকে বোঝায়। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই জনগণকে আইন মেনে চলতে হয়। আইন মেনে না চললে সমাজে অশান্তি ও অস্থিরতা দেখা দেয়। আইন দিয়ে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণীত হয়।

গ নাগরিক জীবনে আইনের শাসন না থাকার কারণে অনিক কর্মকার জুলুমের শিকার হয়। কেননা আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে–কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকেই আইনের শাসন বলে। আইনের শাসন না থাকলে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে তুলে। সমাজে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বলের ভেদাভেদ প্রকট আকার ধারণ করে। উদ্দীপকে প্রতাপ মণ্ডলকে প্রভাব খাটিয়ে অনিক কর্মকারের বাগানের সব আম পেড়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। তিনি প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তার অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নির্বাক ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু ক্ষতিগ্রস্ত নিরীহ অনিক কর্মকার ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় এবং জুলুমের শিকার হয় যা আইনের শাসনের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে।

ঘ আইনের শাসন না থাকার কারণে শুধু অনিক কর্মকারের মতো নিরীহ ব্যক্তিরাই জুলুমের শিকার হয়। আমি এ বক্তব্যটির সাথে একমত নই। কারণ আইনের শাসনের অর্থই হলো কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান, অর্থাৎ জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল, সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসন

অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। আইনের শাসন না থাকলে রাষ্ট্রের শান্তি বিঘ্নিত হয়। এতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব হুমকির মধ্যে পড়ে। এর অভাবে সরকারের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, আন্দোলন ও বিপরব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে দেয়। আইনের শাসনের অভাবে এ অরাজক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে যে কেউ জুলুমের শিকার হতে পারে যদিও উদ্দীপকে দেখা যায় আইনের শাসনের অভাবে প্রতাপ মণ্ডল প্রভাবশালী হওয়ায় অপরাধ করার পরও শাস্তির বিধান থেকে রেহাই পান। অন্যদিকে অনিক কর্মকার জুলুমের শিকার হন। কিন্তু আইনের শাসন না থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই জুলুমের শিকার হতে পারে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আইনের শাসনের অভাবে শুধু অনিক কর্মকারের মতো ব্যক্তিরা নয় সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তি জুলুমের শিকার হতে পারে।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ নাগরিক জীবনে আইনের শাসন

গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীন হলেও সুজন সিকদার ও তার পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। কোনো এক নির্বাচনে এলাকার প্রভাবশালী প্রার্থীর কারণে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তারা। সন্ত্রাসীদের ভয়ে সুজনের পরিবারের প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। সুজনদের শুভাকাঙ্খী একজন প্রতিবেশী এ ব্যাপারে আইনের সহায়তা চাইলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সুজন পরিবারকে মুক্ত করে। [লালমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. 'সাম্য' অর্থ কী? ১
খ. আইনের উৎসগুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে উলিরখিত সুজন–পরিবার কোন ধরনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সুজন–পরিবারের বাস্তবতার আলোকে আইনের শাসনের গুরবত্ব পর্যালোচনা কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাম্য' অর্থ সমান।

খ আইনের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। যেমন : প্রথা, ধর্ম, আইনবিদদের গ্রন্থ, বিচারকের রায়, ন্যায়বোধ ও আইনসভা। এছাড়া আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যেসব প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে, সেগুলো আইনে পরিণত হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রণীত আইন সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত সুজন–পরিবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে, সুজন সিকদার ও তার পরিবার কোনো এক নির্বাচনে এলাকার প্রভাবশালী প্রার্থীর কারণে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে সুজন–পরিবারের প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। সুজন–পরিবার একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করার পরও ভোট প্রদান করতে পারেনি। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে না। অথচ এ সবকিছুই ছিল তাদের রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুজন–পরিবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত।

ঘ সুজন–পরিবারের বাস্তবতার আলোকে আইনের শাসনের গুরবত্ব অপরিসীম। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে–কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান–এর অর্থ, জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইন না থাকলে সমাজে অনাচার, অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাবশ্যক। আইনের শাসনের দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুস্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভাবে অবিশ্বাস, আন্দোলন ও বিপরব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে তোলে। সমাজে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বলের ভেদাভেদ প্রকট আকার ধারণ করে। উদ্দীপকেও এ প্রেক্ষাপটে আইনের শাসনের গুরবত্ব পরিলক্ষিত হয়। সুজন–পরিবার এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সন্ত্রাসীদের ভয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সুজন–পরিবারকে মুক্ত করে। এখানে আইনের শাসনের উপস্থিতি সুজন–পরিবারকে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ করে দেয় এবং তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় সুজন–পরিবারের বাস্তবতার আলোকে আইনের শাসনের গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ সাম্যের কারণ

বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই। নেই ধনী দরিদ্রের পার্থক্য। শিক্ষার্থীদের অন্যায়ের বিচারে পিতামাতার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় না। এখানকার শিক্ষক, শিক্ষিকা ও পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষার্থীদের প্রতি খুবই যত্নশীল। তাই প্রতিবছর স্কুলটির ফলাফল হয় খুবই সন্তোষজনক। [বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বরাকস্টোনের আইন বিষয়ক গ্রন্থটির নাম কী? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সাম্যের কোন রূপগুলো প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিক্ষার্থীরা কি কেবল উদ্দীপকে উলিরখিত সাম্যগুলোই ভোগ করে? মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বরাকস্টোনের আইন বিষয়ক গ্রন্থটির নাম 'কমেনটরিজ অন দ্যা লজ অব ইংল্যান্ড'।

খ আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে–কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। অর্থাৎ জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে।

গ উদ্দীপকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আইনগত সাম্যের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্যের অর্থ সমান। সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আইনগত সাম্য হলো সাম্যের তিনটি গুরবত্বপূর্ণ রূপ। ব্যক্তিগত সাম্য বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও মর্যাদা ইত্যাদি নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করাকে বোঝায়। আবার, জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সামাজিক সুযোগ–সুবিধা ভোগ করাকে সামাজিক সাম্য বলে। এক্ষেত্রে

কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে কোনো বিশেষ সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হয় না। আইনগত সাম্য বলতে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আইনের দৃষ্টিতে সমান থাকাকে বোঝায়। উদ্দীপকে সাম্যের এই রূ পগুলোর ধারণা পাওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিৰার্থী ভর্তির ৰেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই। এছাড়াও নেই ধনী দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য। এৰেত্রে শিৰার্থীদের ওপর সামাজিক ও ব্যক্তিগত সাম্যের রূ প প্রতিফলিত হয়। আবার শিৰার্থীদের অন্যায়ের বিচারে পিতামাতার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় না। এৰেত্রে আইনগত সাম্যের রূ প প্রতিফলিত হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আইনগত সাম্যের রূ প প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, শিৰার্থীরা কেবল উদ্দীপকে উলিৱখিত সাম্যগুলোই ভোগ করে না। উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে স্কুলে ভর্তির ৰেত্রে শিৰার্থীদের জাতি–ধর্ম–বর্ণ বা লিঙ্গের কোনো ভেদাভেদ নেই। সেই সাথে ধনী–দরিদ্রের পার্থক্যও নেই। এছাড়া শিৰার্থীদের অন্যায়ের বিচারে পিতামাতার সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ, শিৰার্থীরা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আইনগত সাম্য ভোগ করে। কিন্তু একজন মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ–সুবিধা প্রয়োজন। তাই শিৰার্থীরা উক্ত তিনটি সাম্য ছাড়াও স্বাভাবিক সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য ও রাজনৈতিক সাম্য ভোগ করে। স্বাভাবিক সাম্যের অর্থ জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। কিন্তু বাস্তবে জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সমান হতে পারে না। তবে তার রূ প অবশ্যই আছে। আবার যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি, বৈধ পেশা গ্রহণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্যের অন্তর্ভুক্ত। শিৰার্থীরা এ সাম্য ভোগের ৰেত্রেও স্বাধীন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ–সুবিধা থাকাকে রাজনৈতিক সাম্য বলে। শিৰার্থীরা নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক সাম্যের কারণে মতামত প্রকাশ এবং যথানিয়মে নির্বাচিত হওয়া এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শিৰার্থীরা কেবল উদ্দীপকে উলিৱখিত সাম্যগুলোই ভোগ করে না। এছাড়াও স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সাম্যের অন্যরূ পগুলোও ভোগ করে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ আইনের শাসন

শেফালী বেগম একজন দরিদ্র বিধবা নারী। সংসার চালানোর জন্য তিনি তার আধাবিঘা কৃষি জমি স্থানীয় মেম্বারের কাছে দশ হাজার টাকায় বন্ধক রাখেন। দুই বছর পর তিনি জমি ফেরত নিতে গেলে মেম্বার তাকে জানান, তিনি ৫০,০০০ টাকা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছেন। এদিকে মেম্বার ঘুষ দিয়ে থানার পুলিশকেও হাত করে নেন। ফলে শেফালী বেগম থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ক. কোন স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে? ১

খ. 'সাম্য মানে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা মানেই সাম্য'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শেফালী বেগমের ৰেত্রে যে বিষয়টির অভাব পরিলৰিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত বিষয়টির অভাবে সমাজে অনাচার, অরাজকতা বৃদ্ধি পায়'– উক্তিটির যথার্থতা বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

খ সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পূরক। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যের কথা ভাবা যায় না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, চলাফেরা ও জীবনধারণের জন্য সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। সমাজের সুবিধাগুলো সকলে মিলে সমানভাবে ভোগ করতে হলে স্বাধীনতার প্রয়োজন। একটি রাষ্ট্র যত সাম্যভিত্তিক হবে সেখানে স্বাধীনতা তত নিশ্চিত হবে। তাই বলা হয়, সাম্য মানেই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা মানেই সাম্য।

গ শেফালী বেগমের ৰেত্রে যে বিষয়টির অভাব পরিলৰিত হয় তা হলো আইনের শাসন। আইনের শাসনের অর্থ হলো কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার উপরে আইন–এর অর্থ আইনের প্রাধান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এর–অর্থ, জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। উদ্দীপকে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান ও সকলে সুবিচার পাওয়ার কথা থাকলেও উদ্দীপকে শেফালী বেগমের ৰেত্রে বিষয়টির বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শেফালী বেগমের ৰেত্রে আইনের শাসনের অভাব পরিলৰিত হয়।

ঘ 'আইনের শাসনের অভাবে সমাজে অনাচার, অরাজকতা বৃদ্ধি পায়'– প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ। উদ্দীপকে উলিৱখিত ঘটনার ন্যায় সকল ঘটনা সমাজে অনাচার ও অরাজকতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। আইনের শাসন রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও জনগণের মঙ্গলের জন্য গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিত্তবান শ্রেণি আইনের শাসনের আড়াল থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুবিধাদি ভোগ করে। যার ফলশ্রবতিতে ধনী–গরিব, দুর্বল ও সবলের ভেদাভেদ প্রকট আকার ধারণ করে। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ ও সাম্য কিছুই থাকে না। এর অভাবে অবিশ্বাস, আন্দোলন ও বিপরব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে তুলে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান–এর অর্থ জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে সকলে সমভাবে আইনের সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু উদ্দীপকের শেফালী বেগমের বেলায় তা দেখা যায়নি। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি মেম্বার ঘুষ দিয়ে থানার পুলিশকে হাত করে আইনের অপব্যবহার করেছে এবং বিধবা নারী শেফালী বেগমের সাথে প্রতারণা করেছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট বলা যায়, আইনের শাসনের অভাবে সমাজে অনাচার, অরাজকতা বৃদ্ধি পায়– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ আইনের বিভিন্ন উৎস

জনাব 'ক' তার একপুত্র আরফান ও দুই কন্যা সাদিয়া ও জাকিয়াকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সাদিয়া ও জাকিয়া ভাইয়ের নিকট পিতৃসম্পত্তি দাবি করলে আরফান বোনদের সম্পত্তি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সাদিয়া ও জাকিয়া বাধ্য হয়ে মামলা করে। মামলার রায়ে তারা তাদের সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে।

ক. আইনকে সাধারণত কতভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাদিয়া ও জাকিয়া যে আইন বলে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে সে আইনের উৎস ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত উৎসটিই আইনের একমাত্র উৎস? তোমার উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ, সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

গ সাদিয়া ও জাকিয়া যে আইন বলে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে সে আইনের উৎস হচ্ছে ধর্ম। এটি আইনের একটি প্রধান উৎস। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ঐ ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব অনুশাসন সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। ফলে এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। যেমন : মুসলিম আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি। আমাদের দেশে পারিবারিক ও সম্পত্তি আইনের অনেকগুলোই এই দুটি ধর্ম থেকে এসেছে। উদ্দীপকে সাদিয়া ও জাকিয়া পিতৃসম্পত্তি ভাইয়ের নিকট দাবি করলে ভাই আরফান তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে তারা মামলা করে এবং মামলার রায়ে পারিবারিক ও সম্পত্তি আইনের প্রেক্ষিতে তারা সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে। এই সম্পত্তির আইনের উৎস ধর্ম থেকে এসেছে। তাই বলা যায়, সাদিয়া ও জাকিয়া যে আইন বলে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে সে আইনের উৎস হচ্ছে ধর্ম।

ঘ আমি মনে করি, উক্ত উৎসটিই আইনের একমাত্র উৎস নয়। উদ্দীপকে উলিরখিত আইনের উৎসটি হলো ধর্ম। আর ধর্ম থেকে আসা পারিবারিক ও সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে সাদিয়া ও জাকিয়া। ধর্ম ছাড়াও আইনের আরও উৎস আছে। প্রথা আইনের একটি গুরবত্বপূর্ণ উৎস। প্রত্যেক সমাজে প্রচলিত অনেক রীতিনীতি থাকে। রাষ্ট্র সংগঠনের সময় এসব প্রচলিত প্রথা স্বীকৃতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। বিচারকগণ কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইন সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য আইনবিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সেসব আইন ব্যাখ্যা করেন যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করে উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীতে সেই রায় আইনে পরিণত হয়। আদালতে এমন অনেক মামলা উত্থাপিত হয়, যা সমাধানের জন্য অনেক সময় কোনো আইন বিদ্যমান থাকে না। সে অবস্থায় বিচারকগণ তাদের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচার কাজ সম্পাদন করেন এবং তা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস আইনসভা। জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন দেশের আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং পুরোনো আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত উৎসটি ছাড়াও আইনের আরও গুরবত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে।

প্রশ্ন– ৭ আন্তর্জাতিক আইন

বিশ্বজুড়ে অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। এক বছর আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ চুক্তির খসড়া পাস হয়। এরপর সদস্য দেশগুলোর অনুমোদনের জন্য চুক্তি পেশ করা হলে ৩ জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৮টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ক. সরকারি আইন কাকে বলে? ১

খ. আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উলেরখ কর। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত চুক্তিটি কোন প্রকার আইনের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় এরূ প আইনের গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে সরকারি আইন বলে।

খ আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো–বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি, বাহ্যিক আচরণের সাথে যুক্ত, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি, ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক, সর্বজনীন। আইন কতগুলো প্রথা, রীতিনীতি এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কোনো বিধিবিধান আইনে পরিণত হয় না। আইন ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। সমাজের সকল ব্যক্তি আইনের চোখে সমান। অর্থাৎ আইন সর্বজনীন।

গ উদ্দীপকে আলোচিত অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিটি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। উদ্দীপকে বিশ্বজুড়ে অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি (ATI) প্রণয়ন করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষা বা উন্নয়ন বা বিরোধ নিষ্পত্তি আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত। সুতরাং উদ্দীপকে আলোচিত জাতিসংঘের অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি (ATI) আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত আইন তথা আন্তর্জাতিক আইন গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক আইন একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের ছোট–বড় রাষ্ট্রসমূহের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক আইন একান্ত অপরিহার্য। উদ্দীপকে দেখা যায়, বিশ্বজুড়ে অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ একটি আইন প্রণয়ন করে। এ আইনটি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বিভীষিকা রোধকল্পে এরূ প আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদমান বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যার সমাধান ও সন্ধিচুক্তিও আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করে করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক বাহিনীর গঠন ও পরিচালনা এ আইন অনুসারেই করা হয়ে থাকে। এ আইনের কারণেই একটি রাষ্ট্র অবৈধভাবে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ফলে কোনো যুদ্ধ বা অশান্তির আশংকাও থাকে না। পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তি, স্থিতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা বর্ণনাতীত। উদ্দীপকে অস্ত্র বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ বন্ধে অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়নে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবহার এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন– ৮ আইন ও স্বাধীনতা

আসাদ ও আলিম দুই বন্ধু। তারা দুজন খেয়াল খুশিমতো গ্রামে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে বেড়ায়। কেউ কিছু বললে তারা বলে আমরা স্বাধীন। আমরা যা ইচ্ছা তাই করব। একদিন প্রধান শিক্ষক তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন, নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করলে তা সমাজে

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।

ক. প্রথা কাকে বলে? ১
খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রধান শিৰকের বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, প্রধান শিৰকের আলোচিত বিষয়টির সাথে আইনের কোনো সম্পর্ক রয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকাল ধরে কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে।

খ ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতাকে বোঝায় যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন : ধর্মচর্চা করা, পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি। এ ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রধান শিৰকের বক্তব্যে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে সেটি হলো স্বাধীনতা। সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ, সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই পৌরনীতিতে অন্যের কাজে হস্তৰেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ–সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ৰতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ৰেত্রে বাধা অপসারণ করে। উদ্দীপকে আসাদ ও আলিম তাদের খেয়াল খুশিমতো গ্রামে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে বেড়ায়। তখন প্রধান শিৰক তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করা মঙ্গলজনক। অর্থাৎ প্রধান শিৰকের বক্তব্যে স্বাধীনতা বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, প্রধান শিৰকের বক্তব্যে স্বাধীনতা বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রধান শিৰকের আলোচিত বিষয়টির সাথে আইনের সম্পর্ক রয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রধান শিৰকের আলোচিত বিষয়টি হলো স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার সাথে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। যেমন : আমাদের বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে। আইন আছে বলেই আমরা সকলে বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। জন লক যথার্থই বলেছেন, 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।' আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পিতামাতা যেমন অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সকল বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন, ঠিক তেমনি আইন সব ধরনের বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। স্বাধীনতার শর্ত হলো আইন এবং একেকটি আইন একেকটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। উইলোবির মতে, আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বিধায় স্বাধীনতা রক্ষা পায়। আইন নাগরিকের স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে। সুন্দর, শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এসব কাজ করতে গিয়ে যদিও আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা তাতে সম্প্রসারিত হয়। এভাবে যে আইন জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে আইন স্বাধীনতার রক্ষক, অভিভাবক, শর্ত ও ভিত্তি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রধান শিৰকের আলোচিত বিষয় তথা স্বাধীনতার সাথে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন– ৯ স্বাধীনতার ধরন

নাসরিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে যোগ্যতা অনুযায়ী বিসিএস পরীৰার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ফলে তিনি একদিকে যেমন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পান অন্যদিকে সমাজের অন্যান্য শ্রেণির শোষণ থেকেও রৰা পান। এতে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করাও তার জন্য সহজ হয়।

ক. বর্তমানে কোন ধরনের সাম্যের ধারণা প্রায় অচল? ১
খ. আইন স্বাধীনতাকে কীভাবে সম্প্রসারিত করে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাসরিনের কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাসরিন কি শুধু উক্ত স্বাধীনতাই ভোগ করতে পারেন? তোমার মতামত বিশেৱষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা প্রায় অচল।

খ আইন নাগরিকের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে। সুন্দর, শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এসব কাজ করতে গিয়ে যদিও আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা তাতে সম্প্রসারিত হয়। আইন জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে স্বাধীনতা খর্ব হয় না বরং স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটে। তাই বলা যায়, আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে।

গ উদ্দীপকে নাসরিনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৌরনীতিতে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তৰেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ৰেত্রে বাঁধা অপসারণ করে। একজন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। স্বাধীনতার একটি বিশেষ রূ প হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। উদ্দীপকে নাসরিনের মাঝে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ নাসরিন শুধু উক্ত স্বাধীনতাই ভোগ করেন না। উদ্দীপকে নাসরিনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে নাসরিন আরও যেসব স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন সেগুলো হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতা বোঝায় যা ভোগ করলে অন্যের কোনো ৰতি হয় না। যেমন : ধর্মচর্চা করা ও পারিবারিক গোপনীয়তা রৰা করা। সামাজিক স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অধিকার রৰার জন্য সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। জীবন রৰা, সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ করা সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। নাসরিন রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ভোগ করতে পারেন। ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে। ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ

ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও নাসরিন জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকা অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলে। প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকরাও তাই জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, নাসরিন চাকরি লাভের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সকল প্রকার স্বাধীনতাই ভোগ করতে পারেন।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ আইনের উৎস– বিচারকের রায়

শাহাদাত সাহেব একজন বিচারক। তিনি রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। একবার তিনি একটি মামলা নিয়ে জটিলতায় পড়েন। একই গ্রামের দুটি পক্ষ একটি জমি নিজেদের বলে দাবি করে। উভয় পক্ষের কারোরই কোনো উপযুক্ত কাগজপত্র নেই। তাই তিনি কোনো সুস্পষ্ট আইন দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। তখন তিনি তার মতো করে মামলার রায় দেন। এতে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হয়।

ক. স্বাধীনতার রূপ কয়টি? ১

খ. সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাহাদাত সাহেব প্রদত্ত রায়টি আইনের কোন উৎসকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে শাহাদাত হোসেনের সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার রূপ পাঁচটি।

খ সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেমন সাম্যের দরকার হয়, তেমনি স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সঙ্গে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব হতো না। সাম্য উঁচু–নিচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সকলের সুযোগ–সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। ফলে সাম্য ও স্বাধীনতা হয়ে ওঠে গণতন্ত্রের ভিত্তি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শাহাদাত সাহেব প্রদত্ত রায়টি আইনের যে উৎসকে নির্দেশ করছে তা হলো বিচারকের রায়। আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তাদের প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করে। আইন হঠাৎ করে কিংবা একদিনে তৈরি হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদেই আইন তৈরি হয়েছে বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে। আইন তৈরির কতিপয় রায়ের উৎসের মধ্যে বিচারকের রায় অন্যতম একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শাহাদাত সাহেব প্রদত্ত রায়টি আইনের উৎস বিচারকের রায়কে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে শাহাদাত হোসেনের সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শাহাদাত সাহেব একজন বিচারক। তিনি রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। একবার তিনি একটি মামলা নিয়ে জটিলতায় পড়েন। একই গ্রামের দুটি পক্ষ একটি জমি নিজেদের বলে দাবি করে। উভয় পক্ষের কারোরই কোনো উপযুক্ত কাগজপত্র না থাকায় তিনি কোনো সুস্পষ্ট আইন দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। তখন তিনি তার প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন। এখানে তিনি আইনের বিচারকের রায় উৎসটি কাজে লাগান। তাদের মামলাটি জটিল ছিল। এমতাবস্থায় জমি বিরোধ নিষ্পত্তি হতো না এবং উভয়পক্ষের মধ্যে রেষারেষি, হানাহানি লেগে থাকার সম্ভাবনা ছিল। এমতাবস্থায় শাহাদাত সাহেব নিজ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে মামলার রায় দেয়ার ফলে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে শাহাদাত হোসেনের সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ আইন

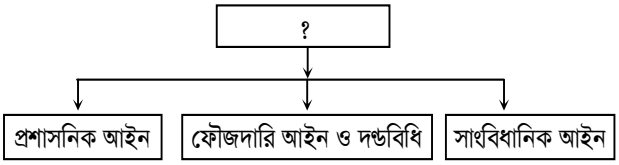

ক. কোন স্বাধীনতার ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকে? ১

খ. সামাজিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উল্লিখিত ছকে কোন ধরনের আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে কি কেবল উক্ত আইনটিই বলবৎ থাকে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় স্বাধীনতার ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকে।

খ স্বাধীনতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা হলো সামাজিক স্বাধীনতা। জীবন রক্ষা, সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ করা সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই স্বাধীনতা এমনভাবে ভোগ করতে হয়, যেন অন্যের কোনো স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়।

গ উল্লিখিত ছকে সরকারি আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে সরকারি আইন বলে। ছকে সরকারি আইনের ভাগসমূহকে দেখানো হয়েছে। একটি ভাগ হলো ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। কোনো কারণে ব্যক্তির অধিকার ভঙ্গ হলে এ আইনের সাহায্যে তার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আরেকটি প্রশাসনিক আইন। রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হয়। এছাড়া আছে সাংবিধানিক আইন। এ ধরনের আইন রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকে। সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

ঘ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে কেবল উক্ত আইনটিই তথা সরকারি আইনই বলবৎ থাকে না। ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে সরকারি আইন বলে। সরকারি আইন তিন ধরনের হয়। ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি, প্রশাসনিক আইন এবং সাংবিধানিক আইন। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এই আইনসমূহ দ্বারা। কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আরও আইন বলবৎ থাকে। তেমনি একটি আইন হলো বেসরকারি আইন। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা

হয়, তাকে বেসরকারি আইন বলে। যেমন : চুক্তি ও দলিল–সংক্রান্ত আইন। এ ধরনের আইন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরবত্বপূর্ণ আইন হলো আন্তর্জাতিক আইন। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রবার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকারি আইনের পাশাপাশি আরও কিছু আইন বলবৎ থাকে।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ সাম্য ও স্বাধীনতা

হযরত উমর (রা) তখন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর শাসনকর্তা। একদিন জেরবজালেমের শাসনকর্তার নিমন্ত্রণে জেরবজালেমে যাচ্ছিলেন। সাথে একটি উট এবং একজনমাত্র ভৃত্য। তিনি উটের পিঠে আর ভৃত্যের হাতে উটের লাগাম। কিছুদূর যাওয়ার পর উমর (রা) উট থেকে নেমে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়ালেন আর তিনি ধরলেন উটের লাগাম। এভাবে পালাক্রমে চলতে চলতে যখন জেরবজালেমে পৌঁছলেন তখন ভৃত্য ছিল উটের পিঠে আর উমর (রা)–এর হাতে ছিল উটের লাগাম। এই অবস্থা দেখে সবাই অবাক হলো।

ক. কোন আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়? ১
খ. আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কীরূ প? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে হযরত উমর (রা)–এর মধ্যে যে বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টির সাথে স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক আছে কি? তোমার মতের পবে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

খ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যে আইন জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সে আইন স্বাধীনতার রবক, অভিভাবক, শর্ত ও ভিত্তি। আইন স্বাধীনতাকে সহজলভ্য করে তোলে। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। আইনের অবর্তমানে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের অধিকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আইনের কর্তৃত্ব আছে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে। সুন্দর, শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি, আইন সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রবা করে।

গ উদ্দীপকে হযরত উমর (রা)–এর মধ্যে যে বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো সাম্য। সাম্য শব্দের অর্থ হলো সমান। তাই শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সবাই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি–ধর্ম–বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ–সুবিধা লাভ করে। এখানে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ–সুবিধার বন্দোবস্ত নেই। উদ্দীপকে হযরত উমর (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও জেরবজালেম যাওয়ার পথে নিজে উট থেকে নেমে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়ান এবং স্বহস্তে উটের লাগাম টানেন। আবার কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি উটের পিঠে চড়লেন আর ভৃত্যের হাতে লাগাম। এভাবে পালাক্রমে চলতে চলতে জেরবজালেমে যখন পৌঁছলেন তখন ভৃত্য ছিল উটের পিঠে আর উমর (রা)–এর হাতে ছিল উটের লাগাম। এ ঘটনার মাধ্যমে হযরত উমর (রা)–এর মধ্যে সাম্য নামক বিষয়টি ফুটে ওঠে তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

ঘ উক্ত বিষয়টির সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক আছে। বিষয়টি হলো সাম্য। উদ্দীপকে হযরত উমর (রা)–এর মধ্যে সাম্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। কারণ তিনি মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হয়েও তার ভৃত্যকে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা একটি উলেরখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পূরক তথা নির্ভরশীল। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যের কথাও ভাবা যায় না। সুতরাং বলা যায়, একটি রাষ্ট্র যত সাম্যভিত্তিক হবে সেখানে স্বাধীনতা ততো নিশ্চিত হবে। সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিরূ পে কাজ করে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেমন সাম্যের দরকার হয়, তেমনি স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সঙ্গে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব হতো না। সাম্য উঁচু–নিচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সকলের সুযোগ–সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। পরিশেষে বলা যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পূরক। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, চলাফেরা ও জীবনধারণের জন্য সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। সমাজের সুবিধাগুলো সকলে মিলে সমানভাবে ভোগ করতে হলে স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাই বলা হয় যে সাম্য মানেই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা মানেই সাম্য।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ আইনের উৎসসমূহ

'X' জেলার জেলাজজ খোন্দকার সাহেব একটি মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইনসংক্রান্ত সমস্যায় পড়েন। এ অবস্থার প্রেরিতে তিনি কিছু আইনভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত বইয়ের সাহায্য নেন এবং এর ভিত্তিতে উক্ত মামলার রায় প্রদান করেন।

ক. চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইন কোন ধরনের আইনের আওতাভুক্ত? ১
খ. স্বাধীনতার বিভিন্ন রূ প ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আইনের কোন কোন উৎসের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উৎস কি আইন তৈরির জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপবে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইন বেসরকারি আইনের আওতাভুক্ত।

খ স্বাধীনতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন : ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা। ধর্মচর্চা ও পারিবারিক গোপনীয়তা রবা করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। তেমনিভাবে জীবন রবা, সম্পত্তি ভোগ, সামাজিক স্বাধীনতা, ভোট দান, নির্বাচিত হওয়া ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা নির্বাচন ও মজুরি লাভ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর হস্তবেপ না করাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলে।

গ উদ্দীপকে আইনের অন্যতম উৎস আইনবিদদের গ্রন্থের প্রতিফলন ঘটেছে। 'X' জেলার জেলাজজ খোন্দকার সাহেব একটি মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইনসংক্রান্ত সমস্যায় পড়ে আইনবিশারদদের গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে মামলার রায় দেন যা আইনের অন্যতম উৎস আইনবিদদের গ্রন্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা যেমন ইংরেজি গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি পড়তে গিয়ে শব্দার্থ বুঝতে না পারলে ইংরেজি অভিধান ও বিশ্বকোষের সাহায্য নেই, ঠিক তেমনি বিচারকগণ কোনো মামলার

বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইনসঙ্ক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য আইনবিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত উৎস আইন তৈরির ক্ষেত্রে আইনবিদদের গ্রন্থ আইন তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। 'X' জেলার জেলাজজ একটি মামলা সম্পাদন করতে গিয়ে কিছু আইনভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত বইয়ের সাহায্য নেন। যা থেকে আইনের উৎস হিসেবে আইনবিদদের গ্রন্থের ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এ উৎস ছাড়াও আইনের আরও কতগুলো উৎস রয়েছে। এগুলো হলো–প্রথা, ধর্ম, ন্যায়বোধ, বিচারকের রায় ও আইনসভা। দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যেসব প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে সেগুলো আইনে পরিণত হয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস। এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। যেমন : মুসলিম আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি। অনেক সময় আদালতে এমন ধরনের মামলা উত্থাপিত হয় যা সমাধানের জন্য কোনো আইন বিদ্যমান থাকে না। এমন অবস্থায় বিচারকগণ তাদের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচারকাজ সম্পাদন করেন এবং তা পরবর্তী সময়ে আইনে পরিণত হয়। এভাবে বিচারকের রায়ও আইনের একটি উৎস হিসেবে কাজ করে। আধুনিককালে আইনসভা হচ্ছে আইনের প্রধান উৎস। সুতরাং বলা যায় যে, আইন তৈরির জন্য উপরিউক্ত সবগুলো উৎসই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ সাম্যের ধরনসমূহ

মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বেতন কাঠামোর দিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের বেতন মজুরি কাঠামোভিত্তিক হলেও বাংলাদেশি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা অকার্যকর। একই মানের কাজ করেও বাংলাদেশের শ্রমিকরা অন্য দেশের শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মজুরি পেয়ে থাকেন।

ক. কার আইন মানবতাবিরোধী ছিল? ১
খ. আন্তর্জাতিক আইন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কোন ধরনের সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি সাম্যের কেবল উক্ত রূপটিই দেখতে পাও? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জার্মানির হিটলারের আইন মানবতাবিরোধী ছিল।

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের শ্রমিকরা অর্থনৈতিক সাম্য থেকে বঞ্চিত। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকে কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি, বৈধ পেশা গ্রহণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক সাম্য বিদ্যমান থাকলে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান অর্থনৈতিক সুযোগ–সুবিধা লাভ করতে পারে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যক্তির নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। উদ্দীপকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। সাম্য অর্থ সমান। অতএব শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি–ধর্ম–বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ–সুবিধা ব্যবহার করে নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশি শ্রমিকরা অর্থনৈতিক সাম্য থেকে বঞ্চিত।

ঘ না, আমি কেবল সাম্যের উক্ত রূপটিই দেখতে পাই না। উদ্দীপকে মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে বাংলাদেশি শ্রমিকরা বিশ্বের অন্যান্য অভিবাসী শ্রমিকদের চেয়ে কম মজুরিতে একই সমান কাজ করেন। এর ফলে তারা অর্থনৈতিক সাম্য থেকে বঞ্চিত হন। এ অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়াও সাম্যের আরও কিছু রূপ রয়েছে। সামাজিক সাম্য, সাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এক্ষেত্রে জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ–সুবিধা লাভ করাকে বোঝায়। সাম্যের আরেকটি রূপ হলো আইনগত সাম্য। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আইনের দৃষ্টিতে সমান থাকা এবং বিনা অপরাধে গ্রেফতার ও বিনা বিচারে আটক না করার ব্যবস্থাকে আইনগত সাম্য বলে। সাম্যের আরও একটি রূপ হলো রাজনৈতিক সাম্য। রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ–সুবিধা থাকাকে রাজনৈতিক সাম্য বলে। নাগরিকরা এ সাম্যের কারণে মতামত প্রকাশ, নির্বাচিত হওয়া এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করে। এছাড়াও আছে স্বাভাবিক সাম্য। এর অর্থ জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। কিন্তু বাস্তবে জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সমান হতে পারে না। সাম্যের শেষ রূপটি হলো ব্যক্তিগত সাম্য। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও মর্যাদা ইত্যাদি নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করাকে বোঝায়। উপরিউক্তি আলোচনা থেকে বলা যায়, অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়াও সাম্যের আরও গুরুত্বপূর্ণ উপরিউক্ত রূপসমূহ বিদ্যমান।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ আইন ও স্বাধীনতা

খবির মিঞা এলাকার একজন প্রভাবশালী দুষ্টু লোক। সে এলাকায় তার ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ভয়ে কেউ তাকে বাধা দেয় না। একদিন সে দরিদ্র কৃষক করিমের জমির ধান জোর করে কেটে নেয়। করিম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে গিয়ে এর প্রতিকার চায়। কিন্তু সে কোনো প্রতিকার পায়নি বরং জেল–জুলুমের শিকার হয়।

ক. সাম্য শব্দের অর্থ কী? ১
খ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. করিম কোন ধরনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আইনের শাসনের অভাবে করিমের মতো সাধারণ মানুষের এ পরিণতি–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্য শব্দের অর্থ সমান।

খ 'স্বাধীনতা' বলতে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঐসব অধিকার উপভোগ করার ক্ষমতাকে বোঝায়, যার দ্বারা অন্যের অনুরূপ অধিকার উপভোগেরও সমান সুযোগ থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অন্যতম। কারণ, অর্থ সকল কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' বলে।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ নাগরিকের সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ নাগরিক জীবনে আইনের শাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ আইন ও স্বাধীনতা

নূরজাহান স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিদিন বখাটের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়। সে বিষয়টি তার বাবা–মাকে জানায়। নূরজাহানের পিতা বিষয়টি গ্রামের মাতব্বরদের জানান। গ্রাম্য শালিসে বলা হয় যে, নূরজাহান বেপর্দা হয়ে স্কুলে যায় এবং ছেলেদের সাথে একই স্কুলে লেখাপড়া করে। গ্রাম্য মাতব্বররা বখাটেদের বিচার না করে ফতোয়া জারি করে যে, বেপর্দা হয়ে চলাচলের জন্য নূরজাহানকে ২০ ঘা দোররা মারা হবে। নূরজাহানের পিতা সুবিচার না পেয়ে রাগে, দুঃখে মামলা করেন।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কী? ১

খ. আইন কেন প্রণয়ন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে নূরজাহানের ৰেত্রে পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাটির ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়? ৩

ঘ. আইনের সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার লৰ্যে নূরজাহানের পিতার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রৰার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

খ আইন বলতে সমাজস্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আইন সাধারণত মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যাতে সুখে–শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ স্বাধীনতার স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ আইনগত সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ আইন ও আইনের প্রকারভেদ

সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে দুবলার চর নামক স্থানে গড়ে উঠেছে শুঁটকি পল্লি। জেলেরা সাগর থেকে মাছ ধরে এনে এখানে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রতি জলদস্যুদের অত্যাচারে তারা দিশেহারা। দস্যুরা প্রায়ই জেলেদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে। এজন্য জেলেরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে প্রতিকার চেয়েও কোনো সমাধান পায়নি। বরং জলদস্যুদের জুলুমের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

ক. প্রথা কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ২

গ. কোন ধরনের আইন দ্বারা জেলেদেরকে জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রৰা করা সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইনের শাসনের অভাবেই জেলেদের মতো সাধারণ মানুষের এই পরিণতি–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে।

খ জীবন রৰা, সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ করা সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। মূলত সমাজে বসবাসকারী মানুষের অধিকার রৰার জন্যই সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই স্বাধীনতা এমনভাবে ভোগ করতে হয় যেন অন্যের অনুরূ প স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আইনের প্রকারভেদগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ নাগরিক জীবনে আইনের শাসনের গুরৰত্ব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

আবির ও তানিয়া সমাজে বাস করে বলে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। সমাজে বাস করতে হলে সমাজের কিছু নিয়ম কানুন ও আইন মেনে চলতে হয়। আইন আছে বলেই মানুষ সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। তবে আবির মনে করে আইন মানুষের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। তার মতে, আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী। কিন্তু তানিয়া আবিরের কথার বিরোধিতা করে বলে আইন মানুষের স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে। তার মতে, স্বাধীনতার বিভিন্ন রূ প রয়েছে।

ক. সাম্য কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. তোমার পাঠ্যবইয়ে আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আবির ও তানিয়ার মন্তব্যের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তানিয়ার বক্তব্যের আলোকে স্বাধীনতার রূ পগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়।

খ আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সকলে আইনের অধীন। অন্যকথায়, আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকারপ্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। আইনের শাসন থাকলে জাতি–ধর্ম–বর্ণ–লিঙ্গ–পেশা নির্বিশেষে সকলে সমান সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ঘ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূ প আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ সাম্য

রিপন তার বন্ধুর সাথে তার গ্রামে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে কিছু মানুষ বড় বড় দালানে বাস করছে। আর কিছু মানুষ খোলা আকাশের নিচে বাস করছে। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের বাড়িতে গানের আসর বসলে সেখানে একই অবস্থা। কিছু মানুষ চেয়ারে আর কিছু মানুষ মাটিতে বসছে। সবকিছু দেখে শুনে সে তার বন্ধুকে বলল, এ অবস্থার কারণেই তাদের গ্রামের আজ এই করৰণ দশা।

ক. 'যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা নেই' উক্তিটি কার? ১

খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. রিপনের বন্ধুদের গ্রামের এই করৰণ দশার জন্য কোনটি দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিপনের বন্ধুদের গ্রামের উন্নয়নের উপায় উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জন লক।

খ সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তৰেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই স্বাধীনতা।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সাম্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ নাগরিক জীবনে সাম্যের গুরবত্ব বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ২০ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

ড. তাসমীমা গণি সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের লব্যে দীর্ঘদিন ধরে একটি বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার কাজ করছেন। বিশ্ব নারী দিবস উপলবে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি বলেন, 'সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান রাষ্ট্রের মহান দায়িত্ব।' পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা রাষ্ট্রের সববেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের বিষয়টিকে স্বাধীনতার বেত্রেও অপরিহার্য বলে উলেরখ করেন। [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

ক. 'ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন' গ্রন্থটি কে লিখেছেন? ১

খ. জনগণ আইন মান্য করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত ড. তাসমীমা গণির কর্মশালায় পৌরনীতি ও নাগরিকতার কোন বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. ড. তাসমীমা গণি স্বাধীনতার বেত্রেও যে বিষয়টিকে অপরিহার্য বলে উলেরখ করেন সেটির সাথে এর সম্পর্ক বিশেরষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক ডাইসি।

খ আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম–কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। তাই জনগণ আইন মান্য করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সাম্যের বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিশেরষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২১ আইনের শাসন

সাদিক চৌধুরী একজন শিল্পপতি। অভিযোগ রয়েছে, তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন না। উপরন্তু কর হ্রাসের জন্য তিনি প্রশাসন ও কর বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে কামাল মনে করে, সাদিক চৌধুরীর মতো অনেকেই রাষ্ট্রের নিকট থেকে অধিকার ভোগ করলেও যথোপযুক্ত কর্তব্য পালন করেন না। তিনি এ অবস্থা আইনের শাসনের পরিপন্থি বলে মনে করেন। [২য় ও ৩য় অধ্যায়]

ক. কর্তব্য কয়ভাবে বিভক্ত? ১

খ. পরিবারের জৈবিক কাজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত সাদিক চৌধুরী যে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, নাগরিক জীবনে কামালের বর্ণিত শেষোক্ত বিষয়টির গুরবত্ব অপরিহার্য? বিশেরষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্তব্য দুভাগে বিভক্ত।

খ সন্তান জন্মদান ও লালন–পালন করা পরিবারের অন্যতম কাজ। পরিবারের এ ধরনের কাজকে জৈবিক কাজ বলা হয়। জৈবিক কাজ পরিবারের অন্যতম গুরবত্বপূর্ণ একটি কাজ।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত সাদিক চৌধুরী আইনগত কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্যকে আইনগত কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মান্য ও কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। এসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত। নাগরিকদের আইনগত কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হয়। এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয়। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। তাই আমরা বলতে পারি যে, সাদিক চৌধুরী কর প্রদান না করার মাধ্যমে তিনি মূলত আইনগত কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি নাগরিক জীবনে কামালের বর্ণিত আইনের শাসনের গুরবত্ব অপরিহার্য। আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলা হয়। নাগরিক জীবনে এর গুরবত্ব অপরিসীম। আইন না থাকলে সমাজে অনাচার অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাবশ্যক। আইনের শাসন দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আন্দোলন ও বিপরব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কোনটি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে?
উত্তর : সীমাহীন স্বাধীনতা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সবার উপরে আইন–এর অর্থ কী?
উত্তর : সবার উপরে আইন এর অর্থ আইনের প্রাধান্য।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কোন ধরনের আইন রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকে?
উত্তর : সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ আইনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর : আইনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কোনটি ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়?
উত্তর : আইন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সাম্য কথাটির অর্থ কী?
উত্তর : সাম্যের অর্থ হচ্ছে সমান।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোন দুটি গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূ প কাজ করে?
উত্তর : সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূ প কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ আইন কোনটির অভিভাবক হিসেবে কাজ করে?
উত্তর : আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ধর্মচর্চা করা কোন ধরনের স্বাধীনতা?
উত্তর : ধর্মচর্চা করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বর্তমানে কোন সাম্যের ধারণা প্রায় অচল?
উত্তর : বর্তমানে স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা প্রায় অচল।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কোন দুটি পরস্পর পরিপূরক?
উত্তর : সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সমাজের সকল ব্যক্তি কীসের দৃষ্টিতে সমান?
উত্তর : সমাজের সকল ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ আইনের অন্যতম উৎস কী?
উত্তর : ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় গ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ রাষ্ট্র সাম্যভিত্তিক হলে কোনটি নিশ্চিত হয়?
উত্তর : রাষ্ট্র সাম্যভিত্তিক হলে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কার রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের উৎস?
উত্তর : বিচারকের রায় আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা কোন ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে?
উত্তর : পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণীত হয় কোন আইন দ্বারা?
উত্তর : ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণীত হয় বেসরকারি আইন দ্বারা।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ বিচারবিভাগ পরিচালিত হয় কোন আইনে?
উত্তর : বিচারবিভাগ পরিচালিত হয় ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি আইনে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কোন দেশের অনেক আইন প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?
উত্তর : যুক্তরাজ্যের অনেক আইন প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ হিটলারের আইন কোন ধরনের ছিল?
উত্তর : হিটলারের আইন মানবতাবিরোধী ছিল।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ সাম্য ছাড়া কোনটির কথা কল্পনা করা যায় না?
উত্তর : সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার কথা কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়টি ধারণা রয়েছে?
উত্তর : সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটি ধারণা রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ আইন কীসের রক্ষক হিসেবে কাজ করে?
উত্তর : আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ কোন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ স্বাধীনতা কী? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু পৌরনীতিতে স্বাধীনতা বলতে ভিন্ন অর্থ বোঝায়। অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে বা অন্যের ক্ষতি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সাম্য কাকে বলে?
উত্তর : সাম্য অর্থ সমান। শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান নয়। প্রকৃতপক্ষে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং সেসবের সদ্ব্যবহার করে নিজ নিজ ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। যেখানে কারও জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকে না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আইনের প্রধান উৎস 'আইন পরিষদ' ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : বর্তমানকালে আইনের নানাবিধ উৎস রয়েছে। আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হলো আইন পরিষদ। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে আইনসভা পুরাতন আইন সংশোধন, যুগোপযোগী করে তোলে। অতএব বলা যায় যে, আইনের বহুবিধ উৎস থাকলেও আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনই হচ্ছে বর্তমান যুগের আইনের প্রধান উৎস।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ জনগণ আইন মান্য করে কেন?
উত্তর : আইন হলো সমাজে প্রচলিত এমন সব নিয়মকানুন যা সমাজ দ্বারা স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত। এজন্য আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। নিজের ও সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষ আইন মেনে চলে। আইন দিয়ে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণীত হয়। সর্বোপরি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণ আইন মান্য করে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
উত্তর : আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :
- আইন অনেকগুলো প্রথা, রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের সমষ্টি।
- আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।
- সমাজের যেসব নিয়ম রাষ্ট্র অনুমোদন করে সেগুলো আইনে পরিণত হয়।
- আইন ব্যক্তির স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।
- আইন সর্বজনীন।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আইন কীভাবে নাগরিকের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে?
উত্তর : আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যে আইন জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে আইন স্বাধীনতার রক্ষক। সুন্দর, শান্তিময়, সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এভাবে আইন নাগরিকের স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা দাও।
উত্তর : নাগরিক জীবনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য সাম্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে স্বাভাবিক সাম্য অন্যতম। এর অর্থ জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। কিন্তু বাস্তবে জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সমান হতে পারে না। এজন্য বর্তমানে স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা প্রায় অচল।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
উত্তর : স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্যতম। ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব অনেক। এই স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ?
উত্তর : যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সমাজে আইনের শাসন কেন অপরিহার্য?
উত্তর : আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড। আইনের শাসনের অর্থ সকল আইনের অধীন। স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন জরুরি। মূলত সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ আইন কীভাবে স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে?
উত্তর : আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পিতামাতা যেমন অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সকল বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করেন, নিরাপদ রাখেন, ঠিক তেমনি আইন সকল প্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতাকে বোঝায় যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন : ধর্মচর্চা করা ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা। এ ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ আইনের উৎস হিসেবে প্রথার ভূমিকা উলেরখ কর।

উত্তর : আইনের উৎসগুলোর মধ্যে প্রথা অন্যতম। দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রথার মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হত। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যেসব প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে, সেগুলো আইনে পরিণত হয়। যুক্তরাজ্যের অনেক আইন প্রথার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ বিচারকের রায় কীভাবে আইনে পরিণত হয়?

উত্তর : আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তাদের প্রজ্ঞা ও বিচার–বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেইসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় পরে আইনে পরিণত হয়। বিচারকের এই রায় আইনের একটি গুরবত্বপূর্ণ উৎস।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ ন্যায়বোধ দ্বারা কীভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন হয়?

উত্তর : আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ন্যায়বোধ উলেরখযোগ্য। আদালতে এমন অনেক মামলা উত্থাপিত হয়, যা সমাধানের জন্য অনেক সময় কোনো আইন বিদ্যমান থাকে না। সে অবস্থায় বিচারকগণ তাদের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচারকাজ সম্পাদন করেন, যা পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ স্বাধীনতা কী?

উত্তর : সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো কাজ করাকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। কারণ সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যের কাজে হস্তরেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ সাম্য কাকে বলে?

উত্তর : সাম্যের অর্থ সমান। শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সবাই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ–সুবিধা ভোগ করে এবং সেই সুযোগ–সুবিধা ব্যবহার করে সবাই নিজ নিজ দরতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ আইনবিদদের গ্রন্থ থেকে কীভাবে আইনের উৎপত্তি হয়?

উত্তর : আমরা যখন ইংরেজি গল্প, উপন্যাস কিংবা খবরের কাগজ পড়ি, তখন কোনো শব্দার্থ বুঝতে সমস্যা হলে ইংরেজি অভিধানের সাহায্য নিই। ঠিক তেমনিভাবে বিচারকরা কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইন সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্যে আইন বিশারদদের বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এসব আইন ব্যাখ্যা করেন যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। যেমন : অধ্যাপক ডাইসির 'ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন।'